বিস্থাপন

উচ্ছেদ ও ন্যায্যতা প্রশ্নে প্রাথমিক পাঠ

বিস্থাপন
উচ্ছেদ ও ন্যায্যতা প্রশ্নে প্রাথমিক পাঠ

বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র
Center for Bangladesh Studies (CBS)

বিস্থাপন

উচ্ছেদ ও ন্যায্যতা প্রশ্নে প্রাথমিক পাঠ

বিস্থাপন
উচ্ছেদ ও ন্যায্যতা প্রশ্নে প্রাথমিক পাঠ

রচনা : মোহাইমিন লায়েছ
সম্পাদনা : অরূপ রাহী
গবেষণা সহযোগী : জাকারিয়া হোসাইন
প্রচ্ছদ : নিখিল চৌধুরী
পৃষ্ঠা সজ্জা : কাওছার আলী
প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০১৮
প্রকাশনা সহযোগিতা : একশনএইড বাংলাদেশ
যোগাযোগ : বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, বাড়ি-২৯, সড়ক-১, ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫। ফোন : ০১৭৭৭-৮৭৩০৮৮। ই-মেইল : cbsdhaka@gmail.com। ওয়েবসাইট : www.cbsbd.org। ফেসবুক : facebook.com/cbsbd
পরিবেশক : সংহতি বইঘর, ১১৯ কনকর্ড এম্পোরিয়া শপিং কমপ্লেক্স, কাটাবন, ঢাকা ১২০৫।

Displacement
A Primer on Eviction and the Question of Justice
Written by Mohymeen Layes
Edited by Arup Rahee
Research Assistant : Jakaria Hossain
Graphic Design : Nikhil Chowdhury
Page Setup : Kaousar Ali
Published in : December 2018.
Published in co-operation with ActionAid Bangladesh.
Contact: Bangladesh Odhyoyon Kendro (Center for Bangladesh Studies-CBS), House : 29, Road -1, Dhanmondi, Dhaka 1205. Phone : 01777-873088. Email : cbsdhaka@gmail.com, website : www.cbsbd.org. Facebook : facebook.com/cbsbd. Distributed by Samhati Boighor, 119 Concord Emporium Shopping complex, Katabon, Dhaka- 1205.

উৎসর্গ

অন্যায় বিস্থাপনের বিরুদ্ধে লড়াকু মানুষদের প্রতি

সূচি

ভূমিকা
▼
৯
শুরুর কথা
▼
১১
বিস্থাপনের প্রকারভেদ
▼
১৪
পরিসংখ্যানে বিস্থাপন
▼
২১
উন্নয়নের সাথে বিস্থাপনের সম্পর্ক
▼
২৬
বিস্থাপিতদের সুরক্ষার জন্য কনভেনশন ও নীতিমালা
▼
৪২

ভূমিকা

প্রাণী হিসেবে মানুষ স্থিতিশীলতা এবং গতিশীলতার বহুমাত্রিক সম্পর্ক এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে তার সামাজিক ইতিহাস নির্মাণ করে।

প্রতিবেশ-সংস্কৃতি এবং সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্তনের ধারায় প্রতিবেশ-মানুষ, মানুষ-মানুষ এবং সমাজ-সমাজের বহুমুখী-সম্পর্কসূত্র গঠনের মধ্য দিয়ে কিছু নীতিগত ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ মানুষের সমাজ অর্জন করেছে, যার মধ্যে তার বসতি জীবিকা, প্রতিবেশগত ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও গড়নের সাথে যুক্ততার মধ্যে থাকার অধিকার অন্যতম। এসব থেকে কোনো সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও প্রতিবেশগত কারণে মানুষ এবং প্রাণ-প্রকৃতির বিচ্ছিন্নতা, বিচ্ছেদ, উচ্ছেদ এবং বিপর্যয়কে আমরা বিস্থাপন বলছি।

বাংলাদেশসহ সারা দুনিয়ায়–এই বিস্থাপনের বিপুল ঘটনা ঘটে চলেছে, যার প্রধান কারণ বৈষম্যমূলক অগণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যবস্থা এসবের মধ্যে উপনিবেশ/ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন ও শাসনব্যস্থা, পুঁজিতান্ত্রিক পুরুষতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান, নয়া-উদারনীতিবাদী, প্রবৃদ্ধিবাদী উন্নয়ন মডেল অন্যতম।

কেন এবং কীভাবে মানুষ এবং প্রাণ-প্রকৃতির এই বিস্থাপন ঘটে, কোন প্রক্রিয়া, কোন ধরনের চিন্তা ও সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কীভাবে বিস্থাপনের মতো বিপর্যয় সমাজে এবং দুনিয়ায় নিয়ে আসে, এর সঙ্গে গণতন্ত্র ও ন্যায্যতার প্রশ্ন কীভাবে যুক্ত, কী করে আমরা বিস্থাপনের অন্যায্যতা দূর করতে পারি–সে বিষয়ে জরুরি দিকগুলির প্রারম্ভিক আলাপ তোলা, সমাজে এ-নিয়ে গণতান্ত্রিক আলাপ-আলোচনা এবং মতামত গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখবে–এসব চিন্তা মাথায় রেখে এই পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ করা হলো।

সংহতি।
অরূপ রাহী
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র।

অধ্যায়-১

শুরুর কথা

বিস্থাপন[১] (Displacement) একটি প্রক্রিয়া। একটি স্থান থেকে আরেকটি স্থানে সরে যাওয়ার প্রক্রিয়া ও ঘটনা হলো বিস্থাপন। মানুষকে যখন তার স্থানিক অবস্থান থেকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়, সরানো হয় বা প্রাকৃতিক কোনো ঘটনার কারণে সরে যায় তখন সে মানুষটির বিস্থাপন ঘটে। বিস্থাপন সামাজিক পরিবর্তনের একটি বিন্যাস, ধরন, নমুনা। যদিও 'প্রাকৃতিক কারণে' বিস্থাপনের অনেক ঘটনা ঘটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিস্থাপনের অভিজ্ঞতা সামাজিক।

বর্তমানে বিশ্বের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বিস্থাপন ঘটে যুদ্ধ এবং সশস্ত্র সংঘাতের কারণে। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, উন্নয়নের কারণেও বিস্থাপন ঘটে। এই পুস্তিকাতে মোটাদাগে মানুষের স্থানিক বিস্থাপন নিয়ে আলাপ করলেও সংস্কৃতি, সামাজিক সম্পর্ক, প্রতিবেশে থাকা নানান প্রাণের বিস্থাপন নিয়েও আলাপ করা হবে। মানুষের স্থানিক বিস্থাপনের বাইরেও যে বিস্থাপনের প্রক্রিয়া ব্যাপক মাত্রায় হাজির থাকে তা নানান আলাপের মধ্য দিয়ে দেখানো চেষ্টা করা হয়েছে এই পুস্তিকায়।

বর্তমান দুনিয়াতে নয়া উদারনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভাব বিস্তার করেছে। এই উদারনৈতিক ব্যবস্থা মনে করে বাজারকে যত স্বাধীন করে দেয়া যাবে, তত অর্থনীতির জন্য ভালো। আর এর মাধ্যমেই সমাজের অনেক সমস্যা বাজার নিজের মতো করে সমাধান করে নিতে পারবে।

অনেকে বলেন বিস্থাপনের সামাজিক পরিণতিকে বাজার দিয়ে, অর্থনৈতিক কাঠামো দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। কিন্তু আসলে এভাবে বিস্থাপনকে দেখতে চাওয়া সমস্যাজনক। প্রথমত, ঐতিহাসিকভাবে বিরাজমান অর্থনৈতিক কাঠামো যেভাবে গঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে, এই অর্থনৈতিক কাঠামোর পক্ষে বিস্থাপনের নানা-মাত্রিক জটিল

প্রক্রিয়াকে নজরে আনা সম্ভব হবে না। দ্বিতীয়ত, প্রবৃদ্ধি মডেলের উন্নয়ন দর্শন অনুযায়ী ভাবলে মনে হবে যে–কেবল পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ দিলেই বিস্থাপনের ফলে ঘটে যাওয়া সব সমস্যা মিটে যাবে, যেটা সত্যি না এবং এভাবে বিস্থাপনকে দেখলে তার সমাজ ব্যবস্থার সাথে যে আরও অন্যান্য জটিল সম্পর্ক আছে, বিস্থাপনের ফলে আক্রান্ত প্রতিটা প্রাণের যে সংগ্রাম চলছে তা এড়িয়ে যাওয়া হবে।

বিস্থাপন কোনো এক সময়কার, একবারের কোনো অভিজ্ঞতা না। বিস্থাপন হলো বহুমাত্রিক সমস্যা নিয়ে হাজির হওয়া ঘটনা-প্রক্রিয়া। যেদিন বিস্থাপন ঘটে শুধু সেদিনই তার অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তার প্রভাব বহুদিন থেকে যায়। আমরা দুনিয়ার ইতিহাসে এমন ব্যাপার ইতোমধ্যেই দেখেছি।

৪৭-এর দেশভাগের যে ফলাফল, পরিণতি ও অভিজ্ঞতা তা এখনও প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে পুরো দক্ষিণ এশিয়া। দাসত্ব-প্রথার ইতিহাসও বিস্থাপনের ইতিহাস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের যেসব অংশে দাসপ্রথা ছিল, সেসব দেশে তাকালে দেখা যাবে এখনও ঐ বিস্থাপন-প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভুত জটিলতার মীমাংসা হয় নাই। ঐসব দেশের কালো মানুষরা আজও নানান সহিংসতা ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

বিস্থাপন যেমন কোনো মুহূর্তের অভিজ্ঞতার ব্যাপার না, তেমনি এটি কেবল সংখ্যার ব্যাপারও নয়। স্বল্প সংখ্যার মানুষকে বিস্থাপন করলেই যে ব্যাপারটি জায়েজ হবে যাবে তা কিন্তু ঠিক না। নয়া উদারনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শুরু হবার পর থেকে উন্নয়নের নামে অনেক উচ্ছেদসহ নানান সহিংস ঘটনাকে জায়েজ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কতজন উচ্ছেদ হলো, কত টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়া হলো, কয়জনকে পুনর্বাসন করা হলো–এইসবের বাইরেও বিস্থাপনের প্রক্রিয়া বিরাজ করে।

ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের জন্য এইসব প্রসঙ্গ খুবই জরুরি, কিন্তু শুধু এই প্রসঙ্গের মীমাংসা করলেই বিস্থাপনের প্রভাব শেষ হয় না। মানুষ শুধু তার বসত-ভিটা ও জীবিকা থেকেই বিস্থাপিত হয় না। সে বিস্থাপিত হয় সেখানকার প্রতিবেশ, সংস্কৃতি, সামাজিক জীবন থেকেও। সবসময় কেবল ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে তার মূল্য চুকিয়ে দেয়া যায় না।

---

১. ইংরেজি শব্দ Displacement এর সরাসরি বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে বিস্থাপন ব্যবহার করা হয়েছে।

নরওয়ের রিফিউজি কাউন্সিল দুনিয়ার বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ বিস্থাপন (internal displacement) নিয়ে কাজ করা নরওয়ের রিফিউজি কাউন্সিল নানান মর্ডানাইজেশন প্রকল্প হবার ফলে বিস্থাপনের আটটি প্রভাবের কথা বলেছে–ভূমিহীনতা, কর্মহীনতা, গৃহহীনতা, প্রান্তিকীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, অসুস্থতা ও মৃত্যুর হার বেড়ে যাওয়া, জনসাধারণের সম্পত্তি (common property) থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং সামাজিক বিভাজন বেড়ে যাওয়া।

অধ্যায়-২

বিস্থাপনের প্রকারভেদ

পৃথিবীতে বিস্থাপন নিয়ে নানান ধরনের জ্ঞানতাত্ত্বিক কাজ হয়েছে। নানান প্রেক্ষা-পট ও তত্ত্বের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত দুনিয়ার বিভিন্ন তাত্ত্বিক, বুদ্ধিজীবী, অ্যাক্টিভিস্ট, নীতি নির্ধারকসহ অনেকে বিস্থাপনকে অনেক জায়গা থেকে দেখেছেন, তৈরি হয়েছে বিস্থাপনকে নানান জায়গা থেকে বুঝবার ক্যাটাগরি বা বর্গ। বর্গগুলোতে এসেছে বিস্থাপনের কারণ, বিস্থাপনের ফলাফল, বিস্থাপন প্রক্রিয়ার ধরন, বিস্থাপনের প্রভাবসহ আরও অনেক প্রসঙ্গ। আমরা মাত্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বর্গ নিয়ে আলাপ করব এই পুস্তিকায়।

শরণার্থী হয়ে বিস্থাপিত: সাম্প্রতিক সময়ে শরণার্থী সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈ-তিক প্রসঙ্গ হিসেবে হাজির হয়েছে। শরণার্থী সংকট শুধু যে মানুষরা বিস্থাপিত হয়ে আরেকটি দেশে চলে আসছে তাদের নয়, যে নতুন দেশে তারা আসল সে দেশের মানুষদেরও।

শরণার্থীরা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বিশেষ অধিকার ও সুরক্ষা পায়। যে দেশে শরণার্থী হয়ে এসেছে বিস্থাপিত মানুষরা সে দেশ থেকে সুরক্ষা পাবার অধিকার রয়েছে শরণার্থীদের। শরণার্থীদের জোর করে তার দেশে ফেরত পাঠানো যাবে না। এছাড়াও আরও অন্যান্য অধিকার যেমন–শিক্ষা, জীবিকা, স্বাস্থ্য, ধর্ম পালন ইত্যাদির অধিকার সম্পর্কে '১৯৫১ শরণার্থী কনভেনশনে' বলা আছে।

২০১১ সাল থেকে সিরিয়ায় সংগঠিত গৃহযুদ্ধ ও সেই যুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শক্তির অংশগ্রহণ সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বড় বিস্থাপনের ঘটনা ঘটিয়েছে। এই ঘটনায় নিহত, আহত, যৌন সহিংসতার শিকার, বিস্থাপিত মানুষের সংখ্যা অনেক। লক্ষ লক্ষ লোক আহত-নিহত হওয়ার পাশাপাশি, জীবন বাঁচাতে বিভিন্ন দেশে পালিয়ে গেছে ৫০ লক্ষ মানুষ। এছাড়াও আভ্যন্তরীণভাবে বিস্থাপিত হয়েছে প্রায়

একজন আলীর গল্প

আলি (ছদ্মনাম), বয়স ১৩। এক বছর আগে পরিবারের সাথে সিরিয়া থেকে দক্ষিণ তুরস্কে আসে। ছুটির দিনে সে তার চাচার সাথে নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করে। আলীর দিন শুরু হয় ভোর বেলায়, আর শেষ হয় সন্ধ্যা ৭টার দিকে। প্রায় ১২ ঘণ্টার মতো কাজ করে সে। রবিবারে সে সাপ্তাহিক ছুটি পায়, ঐদিন সে তার বন্ধুদের সাথে ফুটবল খেলে।

তার তুর্কি বন্ধুদের কাজ করতে হয় না। "ওদের অবস্থা, আর আমাদের অবস্থা এক না", আলী বুঝিয়ে বলে। সে তার দেশ মিস করে, তার সিরিয়ার বন্ধুদের কথা মনে পড়ে। কিন্তু একই সাথে তার এখানকার স্কুলও ভাল লাগে। "এখনাকার শিক্ষকরা অনেক মজা করে ক্লাসে। অনেক মজার মজার গল্প বলে। আমরা খুব হাসাহাসি করি। এখানকার শিক্ষকরা আমাদের অনেক যত্ন করে।"

সূত্রঃ https://www.concernusa.org/story/in-turkey-syrian-children-with-dreams/

৬০ লক্ষ মানুষ (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)। এই মানুষেরা শরনার্থী হিসেবে বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছেন। এর অধিকাংশ মানুষই ন্যূনতম মানবিক প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। পাশ্ববর্তী আরব দেশগুলোতে আশ্রয় নেবার পাশাপাশি সাগর পথে ইউরোপে পাড়ি দেন অনেক মানুষ।

বর্তমান সময়ের আরেকটি বড় ঘটনা হলো–দলে দলে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বাংলাদেশে প্রবেশ করা। এই শরণার্থীরা আজকে রাষ্ট্রহীন অবস্থায় বসবাস করছেন। ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসের হিসাব অনুযায়ী ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে প্রায় ৭০০০০০ রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে বিস্থাপিত হয়ে বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে। এদের অর্ধেকের বেশি শিশু। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা বলছে, ৫৫০০ পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হলো সে পরিবারের ১৮ বছরের কম বয়সী মানুষ।

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ৯০ শতাংশ মানুষ বিস্থাপিত হয়ে বাংলাদেশে এসেছে । মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নিপীড়নকে জাতিসংঘ বলছে 'textbook ethnic cleansing'। জাতিসংঘের মতে বাংলাদেশে গত বছরে আসা রোহিঙ্গারাসহ মোট রোহিঙ্গা শরণার্থী আছে ৯৬০০০০ জন, যদিও বাংলাদেশ বলছে সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। রোহিঙ্গারা গত বছরের আগেও জাতিগত নিপীড়নের

শিকার হয়ে বিস্থাপিত হয়েছে। '৭০-এর শেষের দিক থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ১০ লাখ মানুষ বিস্থাপিত হয়েছে।

'৭০-এর শেষ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের বিস্থাপন

যে দেশে/অঞ্চলে বিস্থাপিত হয়ে গিয়েছে	বিস্থাপিত মানুষের সংখ্যা
বাংলাদেশ	৭ লাখ ৩১ হাজার
রাখাইন রাজ্য (আভ্যন্তরীণ বিস্থাপন)	১ লাখ ২০ হাজার
ভারত	৪০ হাজার
পাকিস্তান	৩ লাখ ৫০ হাজার
আরব আমিরাত	১০ হাজার
সৌদি আরব	২ লাখ
থাইল্যান্ড	৫ হাজার
মালয়েশিয়া	১ লাখ ৫০ হাজার
ইন্দোনেশিয়া	১ হাজার

আভ্যন্তরীণ বিস্থাপন: এই বিস্থাপন ঘটে একটি রাষ্ট্রের সীমারেখার ভেতরে। Office for the United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR)-এর মতে আভ্যন্তরীণভাবে বিস্থাপিত মানুষের সংজ্ঞা হলো:
'সশস্ত্র সংঘাত, আভ্যন্তরীণ বিবাদ, মানবাধিকারের সাধারণ লংঘন, প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দূর্যোগের ফলে যে বা যারা নিজেদের ঘর বা এলাকা থেকে জোরপূর্বক সরে যেতে বা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং একই রাষ্ট্র-সীমানার ভেতরে অবস্থান করে তাদেরকে আভ্যন্তরীণভাবে বিস্থাপিত মানুষ বলে।'

আভ্যন্তরীণভাবে বিস্থাপিত মানুষরা শরণার্থীদের মতো একই কারণে তাদের থাকার জায়গা থেকে উচ্ছেদ হতে পারে কিন্তু নিজের দেশেই তারা থাকবেন, সীমানা পার হয়ে অন্যদেশে যাবেন না। শরণার্থীদের যে নানান রকম আন্তর্জাতিক সুরক্ষা দেয়া হয় বা তাদের নিয়ে যে আলোচনা হয়, আভ্যন্তরীণভাবে বিস্থাপিত মানুষদের নিয়ে তা হয় না। শরণার্থীদের মতো তারাও একাধিকবার বিস্থাপিত হয় বিভিন্ন জায়গা থেকে।

দুনিয়াব্যাপী আভ্যন্তরীণভাবে বিস্থাপিত মানুষের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। আভ্যন্তরীণ বিস্থাপনের রেকর্ড পাওয়া বেশি মুশকিল। দুনিয়াতে বেশির

ভাগ বিস্থাপন আভ্যন্তরীণভাবেই ঘটে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিস্থাপনের ঘটনাগুলো ঘটে। যুদ্ধ, রাজনৈতিক সংঘাত, উন্নয়ন প্রকল্প, দারিদ্র্যতা, বৈষম্য, সমাজে ন্যায়ের শাসন কমে যাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণসহ আরও অনেক প্রেক্ষাপটে বিস্থাপনের ঘটনাগুলো ঘটে।

উপনিবেশের সাথে বিস্থাপনের সম্পর্ক

ইতিহাসে উপনিবেশ পর্বের শুরু থেকে উপনিবেশিত মানুষ তার বসবাসের স্থান থেকে, তার জীবিকা থেকে বিস্থাপিত হয়ে আসছে। উপনিবেশের আগে থেকেও মানুষ বিস্থাপিত হয়ে আসছে। কিন্তু ইতিহাসের ঐ অংশে পুঁজিবাদ একটি নতুন সমাজব্যবস্থা ও উৎপাদন ব্যবস্থা আকারে দুনিয়ায় হাজির হবার ফলে উপনিবেশবাদ থেকে বিস্থাপনের ধরন আর আগের মতো থাকল না। যেমন– উপনিবেশবাদের সময় থেকে আফ্রিকাসহ পৃথিবীর নানান অংশ থেকে যেভাবে ও যে পরিমাণ মানুষকে কৃতদাস বানিয়ে পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে নিয়ে যাওয়া হতো এবং যে অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে কৃতদাস মানুষরা গিয়েছে তার পেছনে একটি বড় কারণ ছিল পুঁজির সূত্র। এই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে হলে সব সময় প্রয়োজন নতুন নতুন বাজার, শ্রমিক ও সম্পদ। উপনিবেশ ছিল সেই সম্পদ-লুটের ক্ষেত্র। সে সময়ে আফ্রিকা থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষকে দাস হিসেবে ধরে নিয়ে আসা হয় পশ্চিমা দেশগুলোতে। শুধুমাত্র ১৫২৬ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ২৫ লাখ মানুষকে দাস হিসাবে আফ্রিকা থেকে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ে যাবার জন্য ধরে আনা হয়। এই ১ কোটি ২৫ লাখ মানুষের মধ্যে প্রায় ২০ লাখ মানুষ জাহাজে বা পথে মারা যায়। এইসব মানুষদের বেশি-রভাগ যায় আমেরিকার ক্যারিবীয় অঞ্চলে যেখানে আখসহ বিভিন্ন ফসল আবাদ করা হতো। আর একটি অংশ আসে আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিলসহ আরো কয়েকটি দেশে।

সারা দুনিয়ার যেখানে যেখানে পশ্চিমা উপনিবেশিক প্রভুরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল সেখানেই ঘটেছে বিস্থাপনের ঘটনা। শুধু মানুষ আর সম্পদই যে বিস্থাপিত হয়েছে তা কিন্তু না। উপনিবেশিত জনগোষ্ঠী তার 'নিজস্ব' সংস্কৃতি ও ইতিহাস থেকেও বিস্থাপিত হয়। উপনিবেশ ভেঙ্গে যাবার পরেও পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা তার টিকে থাকার জন্য একই সূত্রে বিস্থাপন করে চলেছে। দেশীয় মানুষরা এখনও যুদ্ধ-সংঘাত ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে উচ্ছেদ হচ্ছেন। মানুষের স্থানিক বিস্থাপন যেমন ঘটেছে উপনিবেশে, ঠিক তেমনি উপনিবেশে মানুষ বিস্থাপিত হয়েছে তার ইতিহাস থেকে।

প্রত্যক্ষ বিস্থাপন ও পরোক্ষ বিস্থাপন: প্রত্যক্ষ বিস্থাপন হলো ঘটনার ফলে সরাসরি বিস্থাপনের ঘটনা। প্রত্যক্ষ বিস্থাপন হলো উন্নয়ন প্রকল্প, সংঘাত বা পরিবেশগত দুর্যোগের সরাসরি ফল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই বিস্থাপন সম্পর্কে আগে থেকেই আন্দাজ করা যায়। এমনকি কবে, কখন, কীভাবে ঘটবে তা সম্পর্কেও আগেই জানা যায়। যেমন–উন্নয়ন প্রকল্প যখন নেয়া হয় তখন সাধারণত উচ্ছেদের নোটিশ পাঠানো হয়। একইভাবে, ঘূর্ণিঝড়ের মতো বড় দুর্যোগ কবে হবে তা সম্পর্কে আগে থেকেই কর্তৃপক্ষ মানুষকে অবহিত করতে পারে। অপরদিকে প্রত্যক্ষ বিস্থাপনের প্রভাব ধীরে ধীরে সামনে হাজির হয়। এই বিস্থাপনের প্রক্রিয়া ও প্রভাব কেমন হবে তা নিয়ে আগে থেকে আন্দাজ করা যায় না। অনেক উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সে অঞ্চলের বিভিন্ন প্রাণ, জীবনচক্র ধীরে ধীরে ধ্বংস হতে থাকে। এর ফলে সে জায়গা ধীরে ধীরে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে ও সরে আসতে বাধ্য হয় সেখানকার অধিবাসীরা। উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই প্রত্যক্ষ বিস্থাপন যে শুধু প্রকল্প এলাকার মানুষদের বিস্থাপন তা কিন্ত না। যেসব শ্রমিকদের এইসব প্রকল্পে কাজ করানোর জন্য নিয়ে আসা হয় তাদেরও বিস্থাপন ঘটে।

সামাজিক কারণেও অপ্রত্যক্ষ বিস্থাপন ঘটে। এ ধরনের বিস্থাপনকে 'সামাজিক বিস্থাপন' ও বলা হয়। জেন্ট্রিফিকেশন (Gentrification) এই ধরনের বিস্থাপনের একটি বড় উদাহরণ। জেন্ট্রিফিকেশন একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় শহরের গরিব এলাকাতে ধনী মানুষদের বসবাস শুরু হয় ও বড় বড় বিনিয়োগের মাধ্যমে অবকাঠামোগত পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তন শুধু যে অর্থনৈতিক তা নয়–একই সাথে সাংস্কৃতিক ও সামাজিকও। ধনীদের আগমনে ও অর্থ বিনিয়োগের ফলে শহরের ঐ প্রান্তের পুরানো অবস্থা বদলে যায় এবং তার প্রভাব পুরাতন কমিউনিটি জীবনে এসে পড়ে। নতুন জীবনধারা হঠাৎ করে সামনে এসে পড়ে এই প্রক্রিয়াতে, যে জীবনধারা বজায় রাখতে অর্থের প্রয়োজন।

পরিবেশগত কারণে বিস্থাপনের উদাহরণ

কলাম্বিয়ার একটি তেলের শহর ইয়োপাল। ইয়োপাল তেলের ব্যবসা করে ধনী শহরে পরিণত হলো। জনসংখ্যা পাঁচ বছরে বেড়ে তিনগুণ হয়ে গেল। তেল কম্পানি রাস্তা নির্মাণ করল, বিদ্যুৎ নিয়ে আসল। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল তেল উত্তোলনের জন্য সেখানকার পানি দূষিত হয়ে পড়েছে ও ধীরে ধীরে বসবাসের জন্য কঠিন জায়গা হিসেবে পরিণত হচ্ছে। যখন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য জমি অকৃষিযোগ্য হয়ে পড়ে, উর্বরতা কমে যায়, পানি দূষিত হয়ে পড়ে তখন মানুষজন আস্তে আস্তে সেখান থেকে চলে যায়।

জেন্ট্রিফিকেশনের ফলে বেশির সময়ে জাতিগত ও বর্ণগত দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। অনেক কারণে জেন্ট্রিফিকেশনের জন্য মানুষ বিস্থাপিত হয়। বিশেষত, সেখানকার নিম্ন আয়ের মানুষরা হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়া বাসা ভাড়া, খাবারের খরচসহ আরও অনেক পরিবর্তনে তটস্থ হয়ে পড়ে। অনেক সময়ে দেখা যায় পুরো একটি কমিউনিটি বিস্থাপিত হয়ে যায় জেন্ট্রিফিকেশনের ফলে। এতদিন ধরে যে জায়গায় তারা থাকল হঠাৎ করেই তার জীবনধারা, ল্যান্ডস্কেপের বিন্যাস বদলে যায়। অনেকেই এর সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না। প্রতিনিয়ত শহরের মধ্যে তার পুরোনো এলাকার সাথে সে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিকভাবে বিস্থাপিত হয়ে পড়ে। অনেকেই এতে সামাজিক চাপ বোধ করে, এই চাপকে মারকিউস (১৯৮৬) বলছেন 'বিস্থাপনের চাপ'। জেন্ট্রিফিকেশনের ফলে পাড়ার বিভিন্ন কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানে ও সংগঠনে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়, অনেকের পদের রদবদল হয়। নতুন চকচকে এই পাড়ার জন্য নতুন ধরনের সংগঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যার ক্ষমতা আগের যে কোনো প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি। এমন ধরনের ব্যাপারকে মার্টিন (২০০৭) বলছেন 'রাজনৈতিক বিস্থাপন'। এইসব ঘটনাই পরোক্ষ বিস্থাপন।

উন্নয়নের কারণে বিস্থাপনঃ উন্নয়নের কারণে বিস্থাপন বা Development Induced Development-এর কারণে দুনিয়াতে প্রচুর বিস্থাপনের ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য যেমন সাপাই প্রকল্প (বাঁধ, কৃত্রিম জলাশয়, সেচ), জ্বালানি খাত, শিল্পায়িত কৃষির বিস্তার, পর্যটন, নগরায়ণ প্রকল্প (যেমন জেন্ট্রিফিকেশন)-অসংখ্য মানুষ বিস্থাপিত হয়। অন্যসব বিস্থাপনের সাথে উন্নয়নের কারণে বিস্থাপনের পার্থক্য হলো সাধারণত এই বিস্থাপন সম্পর্কে আগে থেকেই জানা যায় বলে প্রতিরোধের একটি সম্ভাবনা থাকে।

৯০ শতকের শুরুর দিকে প্রতি বছর প্রায় ৩০০টি বৃহৎ বাঁধ নির্মাণের ফলে প্রায় ৪০ লাখ মানুষ বিস্থাপিত হয়েছে, এছাড়াও বিভিন্ন নগরায়নভিত্তিক প্রকল্পের ফলে আরো ৬ মিলিয়ন মানুষ প্রতি বছর বিস্থাপিত হয়েছে। গত বিশ বছরে প্রায় ৩০ কোটি মানুষ উন্নয়নের কারণে বিস্থাপিত হয়েছে। এদের বেশিরভাগ হলো–দরিদ্র মানুষ। এই বেশিরভাগ মানুষদের পুনর্বাসিত করা যায়নি। এই উচ্ছেদকৃত মানুষদের বিরাট অংশ এশিয়ার।

তথ্যসূত্র :

UNHCR, Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees., Annual Review of Population Law, 1989, XVI<https://doi.org/10.1093/iclqaj/6.3.533>.
Sorin Furcoi, 'One Year on: Rohingya Refugees in Bangladesh', Al Jazeera, 23 August 2018 <https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/year-rohingya-refugees-bangladesh-180823074512290.html>.
'UN Rights Chief Denounces Myanmar's Ethnic Cleansing', Al Jazeera, 12 September 2017 <https://www.aljazeera.com/news/2017/09/myanmar-crisis-textbook-ethnic-cleansing-170911081528888.html>.
'UN Rights Chief Denounces Myanmar's Ethnic Cleansing'.

Gilder Lehrman Institute, 'Historical Context: Facts about the Slave Trade and Slavery |', New York: The Gilder Lehrman Institute of American Intitute;, 2017, p. 3 <https://www.gilderlehrman.org/content/historical-context-facts-about-slave-trade-and-slavery> [accessed 14 August 2018].

Paul K. Gellert and Barbara D. Lynch, Mega-Projects as Displacements, International Social Science Journal, 2003, LV<https://doi.org/10.1111/1468-2451.5501009_1>.
Chernoff (1980)
Gellert and Lynch, LV.

Amy Twigge-Molecey, 'Exploring Resident Experiences of Indirect Displacement in a Neighbourhood Undergoing Gentrification: The Case of Saint-Henri in Montréal', Canadian Journal of Urban Research, 23.1 (2014), 1–22 <https://www.thefreelibrary.com/Exploring+resident+experiences+of+indirect+displacement+in+a...-a0398951168>.
C A Mary Liya, 'The Concept of Displacement', Socio-Economic Impact of Displacement - A Study of Vallarpadam Container Terminal, Kochi, 2015, 59–109.

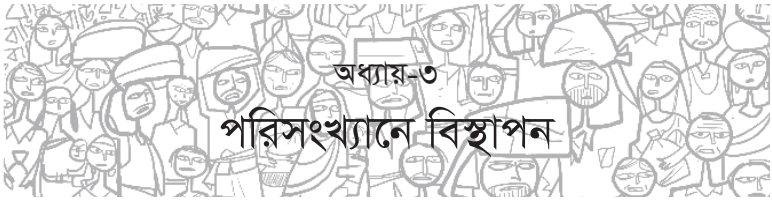

অধ্যায়-৩

পরিসংখ্যানে বিস্থাপন

আমরা আগেই বলেছি যে, কেবল পরিসংখ্যান দিয়ে বিস্থাপনের মতো জটিল এবং বহুমাত্রিক বিষয় বোঝানো অসম্ভব। বিস্থাপনের অনেক গল্প পরিসংখ্যানে উঠে আসে না। মানুষের চরম দুর্দশা, নারী ও অন্যান্য অপুরুষ লিঙ্গের মানুষদের ওপরে বিস্থাপনের প্রভাব, আদিবাসী মানুষের শরীরের উপরে বিস্থাপনের প্রভাব, যুদ্ধবিদ্ধস্ত মানুষের ওপরে বিস্থাপনের প্রভাবের অভিজ্ঞতা ও তার গল্প পরিসংখ্যানে উঠে আসে না। কিন্তু পরিসংখ্যানের মাধ্যমে বিস্থাপন ঘটনার একটি চিত্র পাওয়া যায়। এই চিত্র বিস্থাপনের ভয়াবহতা বুঝতে সাহায্য করে।

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)-এর গবেষণা মতে শুধু ২০১৭ সালে ১৪৩টি দেশে ৩ কোটি ৬ লাখ মানুষ বিস্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে কেবল সংঘাতে বিস্থাপিত হয়েছে ১ কোটি ১৮ লাখ মানুষ যা কি না ২০১৬ সালের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। ২০১৭ সালে সবচেয়ে বেশি মানুষ সংঘাতে বিস্থাপিত হয়েছে সিরিয়াতে; প্রায় ২৯ লাখ ১১ হাজার জন। সংঘাতে যারা আভ্যন্তরীণভাবে বিস্থাপিত হয়েছে তাদের ৭৯ শতাংশ মানুষ কেবল ১০ টি দেশেরই। দেশগুলো হচ্ছে–সি-রিয়া, কঙ্গো, ইরাক, দক্ষিণ সুদান, ইথিওপিয়া, ফিলিপাইন, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপ-াবিক, আফগানিস্তান, সোমালিয়া, এলসাভেদর। এই পরিসংখ্যান থেকেই ঘটনার ভয়াবহতা আন্দাজ করা যায়। সংঘাত বলতে সশস্ত্র সংঘাত, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, রাজনৈতিক সহিংসতা, অপরাধজনিত সহিংসতা ও আরও অনেক কিছুকে বোঝায়।

আগের কয়েক বছরগুলোর মতো ২০১৭ সালেও যুদ্ধের কারণে সবচেয়ে বেশি বিস্থাপনের ঘটনা ঘটেছে। বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে যেভাবে যুদ্ধ ও সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছে তাতে খুব সহসা এই বিস্থাপনের মিছিল বন্ধ হবার আশা দেখা যাচ্ছে না। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইয়েমেনের অবস্থাকে ২০১৭ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বড়

মানবিক সংকট বলছে। ২০১৭ সাল শেষে প্রায় ২০ লাখ মানুষ সংঘাত ও যুদ্ধের কারণে বিস্থাপিত হয়েছে। ২০১৫ সালে যুদ্ধ শুরু হবার পরে প্রায় ৩১ লাখ মানুষ তাদের বসতবাড়ি থেকে বিস্থাপিত হয়েছে। ইয়েমেনের বিস্থাপিত মানুষদের মধ্যে ৭৫ ভাগ হলো নারী ও শিশু।

২০১৭ সালে যেসব দেশে সংঘর্ষ ও সহিংসতার জন্য সবচেয়ে বেশি নতুন বিস্থাপন ঘটেছে :

দেশ	বিস্থাপনে মানুষের সংখ্যা
সিরিয়া	২৯ লাখ
ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো	২২ লাখ
ইরাক	১৪ লাখ
দক্ষিণ সুদান	৮ লাখ ৫৭ হাজার
ইথিয়োপিয়া	৭ লাখ ২৫ হাজার
ফিলিপাইন	৬ লাখ ৪৫ হাজার
সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক	৫ লাখ ৩৯ হাজার
আফগানিস্তান	৪ লাখ ৭৪ হাজার
সোমালিয়া	৩ লাখ ৮৮ হাজার
এল সাভেদর	২৯ হাজার

২০১৭ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ১৩৫টি দেশে ১ কোটি ৮৮ লাখ নতুন মানুষের বিস্থাপন ঘটেছে। সবচেয়ে বেশি বিস্থাপন ঘটেছে বন্যার কারণে; প্রায় ৮৬ লাখ মানুষ বিস্থাপিত হয়েছে। পূর্ব এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে দুর্যোগের কারণে মোট বিস্থাপনের ৪৫.৮% বা ৮৬ লাখ ৪ হাজার ঘটনা ঘটেছে। দুর্যোগের কারণে যে দশটি দেশে সবচেয়ে বেশি মানুষ বিস্থাপিত হয়েছে সেগুলোর ভেতরে বাংলাদেশও আছে।

২০১৭ সালে যেসব ১০ টি দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য সবচেয়ে বেশি নতুন বিস্থাপন ঘটেছে:

দেশ	বিস্থাপনে মানুষের সংখ্যা
চীন	৪৫ লাখ
ফিলিপাইন	২৫ লাখ
কিউবা	১৭ লাখ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৭ লাখ
ভারত	১৩ লাখ
বাংলাদেশ	৯ লাখ ৪৬ হাজার
সোমালিয়া	৮ লাখ ৯৯ হাজার
ভিয়েতনাম	৬ লাখ ৩৩ হাজার
ইথিয়োপিয়া	৪ লাখ ৩৪ হাজার
নেপাল	৩ লাখ ৮৪ হাজার

একনজরে বাংলাদেশ: বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি বিস্থাপন ঘটেছে দুর্যোগের কারণে। কেবল ২০১৭ সালে প্রায় সাড়ে নয় লাখ নতুন বিস্থাপনের ঘটনা ঘটেছে। একই বছরে সংঘাতের কারণে বিস্থাপনের ঘটনা ঘটেছে ৬,০০০টি। এর বেশিরভাগই ঘটেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায়, যেখানে পাহাড়ী আদিবাসীদের সর্বাধিক বসবাস।

- আভ্যন্তরীণভাবে বিস্থাপিত মানুষদের সংখ্যা (সংঘাত ও সহিংসতার কারণে)-> ৪ লাখ ৩২ হাজার (৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ সাল পর্যন্ত)
- ২০১৭ সালে নতুন বিস্থাপন (সংঘাত ও সহিংসতার কারণে)-> ৬ হাজার
- ২০১৭ সালে নতুন বিস্থাপন (দুর্যোগ)-> ৯ লাখ ৪৬ হাজার

এক নজরে দক্ষিণ এশিয়া: ২০১৭ সালে দক্ষিণ এশিয়াতে সবচেয়ে বেশি মানুষ বিস্থাপিত হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে। এখানে ব্যতিক্রম কেবল আফ-গানিস্তান। সেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের চেয়ে সংঘাতে বেশি মানুষ বিস্থাপিত (৪৭৪,০০০ জন) হয়েছে। ২.৮ মিলিয়ন বিস্থাপনের ঘটনা ঘটেছে বর্ষার মৌসুমে।

দক্ষিণ এশিয়ার যে ৫টি দেশে সবচেয়ে বেশি বিস্থাপন ঘটেছে (সংঘর্ষ ও দুর্যোগ)

দেশ	বিস্থাপনে মানুষের সংখ্যা
ভারত	১৪ লাখ ২৪ হাজার
বাংলাদেশ	৯ লাখ ৫২ হাজার
আফগানিস্তান	৫ লাখ ১ হাজার
নেপাল	৩ লাখ ৮৪ হাজার
শ্রীলংকা	১ লাখ ৩৫ হাজার

২০১৮ সালের পরিসংখ্যান: ১০টি সর্বোচ্চ ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তথ্য বিশ্লেষণ করে IDMC জানাচ্ছে যে, ২০১৮ সালের শুরুর ছয় মাসে সংঘর্ষ ও সহিংসতার কারণে বিস্থাপিত হয়েছে ৫২ লাখ মানুষ। এছাড়াও ১১০টি দেশের ৩৩ লাখ মানুষ দুর্যোগের কারণে বিস্থাপিত হয়েছে। ইথিয়োপিয়া ও সোমালিয়াতে ১৭ লাখ নতুন বিস্থাপন সংঘর্ষ ও সহিংসতার কারণে ঘটেছে।

২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত যেসব দেশে সংঘর্ষ ও সহিংসতার জন্য সবচেয়ে বেশি নতুন বিস্থাপন ঘটেছেঃ

দেশ	বিস্থাপিত মানুষের সংখ্যা
ইথিয়োপিয়া	১৪ লাখ
সিরিয়া	১২ লাখ
ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ দ্যা কঙ্গো	৯ লাখ ৪৬ হাজার
নাইজেরিয়া	৪ লাখ ১৭ হাজার
সোমালিয়া	৩ লাখ ৪১ হাজার
সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক	২ লাখ ৩২ হাজার
দক্ষিণ সুদান	২ লাখ ১৫ হাজার
আফগানিস্তান	১ লাখ ৬৮ হাজার
ভারত	১ লাখ ৬৬ হাজার
ইয়েমেন	১ লাখ ৪২ হাজার

২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত যেসব ১০টি বড় ঘটনা দুর্যোগের জন্য সবচেয়ে বেশি নতুন বিস্থাপন ঘটেছেঃ

দেশ	বিস্থাপিত মানুষের সংখ্যা	বিস্থাপনের কারণ
ভারত	৩ লাখ ৭৩ হাজার	বন্যা
কেনিয়া	৩ লাখ ২৬ হাজার	বন্যা
সোমালিয়া	২ লাখ ৮৯ হাজার	বন্যা
ইথিয়োপিয়া	১ লাখ ৭১ হাজার	বন্যা
সোমালিয়া	১ লাখ ৬৭ হাজার	খরা
উগান্ডা	১ লাখ ৫০ হাজার	বন্যা
ফিলিপাইন	১ লাখ ৪৯ হাজার	ঝড়
ভিয়েতনাম ও চীন	১ লাখ ৪২ হাজার	সাইক্লোন
ফিলিপাইন	৯১ হাজার	অগ্নুৎপাত
আফগানিস্থান	৮১ হাজার	খরা

তথ্যসূত্রঃ

IDMC, 2018 Global Report on Internal Displacement (Grid 2018), 2018.

IDMC, 2018 Global Report on Internal Displacement (Grid 2018).
OCHA Yemen, “Humanitarian Needs Overview 2018 -Yemen,” 2017, https://goo.gl/vU8HKd.
IDMC, 2018

IDMC (Internal displacement monitoring center), Mid-Year Figures Internal Displacement in 2018 SUMMARY : New Displacements, 2018 <http://www.internal-displacement.org/mid-year-figures>.

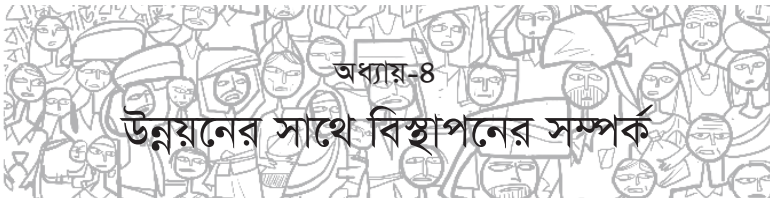

অধ্যায়-৪

উন্নয়নের সাথে বিস্থাপনের সম্পর্ক

দুনিয়ায় প্রগতির ধারণা যেভাবে ছড়িয়েছে, তার সাথে যে কয়েকটি বিষয় সরাসরি জড়িত, 'উন্নয়ন' তাদের মধ্যে একটি। উন্নয়ন বলতে শুধু বড় বড় দৃশ্যমান কাঠামো ও বিল্ডিং, মেগা প্রজেক্ট তা কিন্তু না। উন্নয়ন চিন্তার একটি ফ্রেমওয়ার্কও বটে। বাঁধ, রাস্তা, বন্দর, নগর উন্নয়ন, পাইপলাইন, খনি, বিভিন্ন ইকোনমিক জোন, বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ নানান মেগা প্রজেক্ট হলো–উপনিবেশ, উন্নয়ন ও গোলকায়নের বৃহত্তর সামাজিক প্রকল্প। মেগা প্রজেক্ট কোনো একটা জায়গার ল্যান্ডস্কেপকেই সমূলে বদলে ফেলে এবং এই পরিবর্তনটা হয় অনেক দ্রুত। আর এই বদলটা হয় অন্য যা ছিল তাকে উচ্ছেদ করে, বিস্থাপন করে। তো কী উচ্ছেদ করে? মানুষ তো বটেই, মানুষের সাথে সাথে সেখানকার বাস্তুসংস্থান থেকে উচ্ছেদ হয় সেখানে থাকা নানান প্রাণ। আর এই উচ্ছেদের ফলে যে কেবল সেখানকার বাস্তুসংস্থান তার প্রাকৃতিক সম্পর্ক থেকে বিস্থাপিত হয় তা কিন্তু নয়।

মেগাপ্রজেক্টের এলাকার বাইরের প্রতিবেশেও ঐসব উচ্ছেদকৃত প্রাণ থেকে বিস্থাপিত হয়। আর এই সকল প্রাণের কাছ থেকে প্রতিবেশের একটি উপাদান হিসেবে মানুষও বিস্থাপিত হয়ে পড়ে। এমনকি শুধু এখানেই থেমে থাকে না বিস্থাপনের এই প্রক্রিয়া, অনেকদিন ধরে বিভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে মানুষ যে সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করেছিল, সেসব সম্পর্ক থেকেও সেখানকার উচ্ছেদকৃত মানুষরা বিস্থাপিত হয়। এমনকি কোনো মানুষকে উচ্ছেদ না করে কেবল সেখানকার প্রাণ-বৈচিত্র্য কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে ব্যাহত হলেও তা পরবর্তীতে মানুষকে বাধ্য করে সে অঞ্চল থেকে সরে আসতে। শুধু এই ব্যাপারটা দেখলেও এই পুরো উচ্ছেদের প্রক্রিয়াটি তাই আমাদের কাছে অনেক সহিংস (violent) বলে মনে হয়। এই পুস্তিকাটায় আমরা বারবার ফিরে আসব এই সহিংস ব্যাপারটির কাছে।

গত বিশ বছরে দুনিয়াতে প্রায় ৩০ কোটি মানুষ উন্নয়নের কারণে বিস্থাপিত হয়েছে।

শুধু উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে প্রতি বছরে বিস্থাপিত হয় ১ থেকে দেড় কোটি মানুষ। এদের অনেকেই একাধিকবার বিস্থাপন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে গিয়েছেন। যাদেরকে উচ্ছেদ করে উন্নয়ন প্রকল্প করা হলো তাদের অবস্থা কী হলো? যাদেরকে বিস্থাপিত করা হলো তাদের কয়জনকে, কীভাবে পুনর্বাসিত করা হলো? সবচেয়ে বড় কথা পুনর্বাসিত করা হলেই কি বিস্থাপন প্রক্রিয়া ন্যায্য হয়ে যায়?

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে 'উন্নয়নের' নানান চিন্তা হয়েছে ও হচ্ছে অসংখ্য 'উন্নয়ন' প্রকল্পের বাস্তবায়ন। দুনিয়ার বিভিন্ন দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী, অ্যাক্টিভিস্ট, ভুক্তভোগী মানুষ এবং সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠন-দল 'উন্নয়ন' নিয়ে নানান ধরনের আ-লাপ করেছেন। অনেক উন্নয়ন প্রকল্প ও এর বিভিন্ন মডেলের বিরুদ্ধে নানান প্রান্তে হয়েছে ও হচ্ছে বিরোধিতা, প্রতিরোধ ও আন্দোলন।

উন্নয়ন কী?

ইতিহাসে যেভাবে 'উন্নয়নের' চিন্তা শুরু হয়েছিল তার সাথে 'প্রগতি (progress)', 'আধুনিকতা (modernity)', 'প্রবৃদ্ধি (growth)'-এর ধারণা সরাসরি যুক্ত। আর আধুনিকতা, প্রগতি ও প্রবৃদ্ধির সাথে সরাসরি সম্পর্ক আছে পুঁজিবাদের। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য হলো–আরো উৎপাদন করা। এই উৎপাদন ব্যবস্থায় মুনাফা তৈরির বাইরে অন্যান্য বিষয় যেমন–প্রকৃতি, মানুষের সাথে মানু-ষের সম্পর্ক ইত্যাদি হয়ে পড়ে মুনাফা তৈরির ক্ষেত্র হিসাবে। প্রবৃদ্ধির উন্নয়ন মডেল পুঁজির স্বাভাবিক যুক্তি ও সূত্রেই চলবে। আর সে সূত্র হলো–আরো উৎপাদন।

নৃবিজ্ঞানি আর্তুরো এসকোবার তার 'Encountering Development' বইতে আজকে যে প্রবৃদ্ধি মডেলের 'উন্নয়ন', যা কী না মেগা প্রজেক্টভিত্তিক, সেটার যাত্রা শুরু আমাদের দেখাচ্ছেন। এসকোবার বলছেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পর 'উ-ন্নয়ন' ধারণা নতুনভাবে হাজির হলো 'তৃতীয় বিশ্ব' ও 'অনুন্নত দেশ' আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। তৃতীয় বিশ্বের ঐ দুর্দশার একটি কারণ যে 'উপনিবেশবাদ' তা কিন্তু বলা হলো না। আর যে মানদণ্ডের মাধ্যমে 'অনুন্নত' হবার নির্ণায়ক নির্ধারিত করা হয়েছে তার সাথে 'আধুনিকতা', 'প্রগতি' ও 'প্রবৃদ্ধি'-এর ধারণা সংযুক্ত। সংক্ষেপে 'উ-ন্নয়নের' সাথে পুঁজিবাদের মূল যে সূত্র–আরও উৎপাদন তা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এই ধরনের 'উন্নয়ন'কে ইভান ইলিচ বলছেন যে, উন্নয়ন হলো–'পরিকল্পিত দারিদ্র্য'। অনেক তাত্ত্বিক বর্তমান প্রবৃদ্ধি মডেলের উন্নয়নের এই ধারাকে নয়া-উদারতাবাদের সাথে সম্পর্কিত বলেছেন। তাদের একজন গায়ত্রী স্পিভাক নয়া-উদারনৈতিক বিশ্ব ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। তার মতে উন্নয়ন হলো–সাম্রাজ্যবাদের যে 'সভ্য করার মিশন', তার নয়া-উপনিবেশিক উত্তরাধিকার।

উন্নয়ন নিয়ে নানান ধারার পুরুষতন্ত্রবিরোধি লড়াইয়ের তাত্ত্বিকরাও আলাপ-তর্ক করেছেন। এই তাত্ত্বিকদের অনেকে প্রবৃদ্ধিনির্ভর উন্নয়ন মডেলকে সমালোচনা করেছেন। এই ধারার তাত্ত্বিকদের একজন মারিয়া মিজ প্রবৃদ্ধিনির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামোর বাইরে বিকল্প মডেল প্রস্তাব করেন যেটার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হলো–প্রাণের রক্ষণাবেক্ষণ। তিনি সর্বজনের সম্পদ, এক কমিউনিটির সাথে আরেক কমিউনিটির সংহতি বৃদ্ধি, সবার স্বার্থ রক্ষার্থে কমিউনিটির সিদ্ধান্ত নেওয়ার ওপরে বেশি জোর দেন।

প্রবৃদ্ধি মডেলের যে উন্নয়ন ভাবনা তা মেগা প্রজেক্ট নির্মাণ নির্ভর। সবার সম্পদ যেমন সাগর, নদী, বন, পাহাড়, উন্মুক্ত জমি, প্রাকৃতিক সম্পদ, বা যেগুলো মালিক জনগণ, তা এই মডেলে তুলে দেয়া হয় গুটি কয়েক মানুষ ও কোম্পানির হাতে (আনু মুহাম্মদ, ২০১৭)। এইসব প্রজেক্ট কেন দরকার? কে চায়? কার জন্য? কার টাকায়? কতজনকে উচ্ছেদ করে প্রকল্প হচ্ছে ইত্যাদি প্রশ্নের বাইরে থেকে যায়।

বাংলাদেশে উন্নয়ন

অর্থনীতিবিদ আনু মুহাম্মদ বাংলাদেশে যে উন্নয়নের ধারা চলছে তার নমুনা তুলে ধরেছেন অনেক লেখায়। তার মতে বাংলাদেশে উন্নয়নের মাধ্যমে চলছে পুঁজির আদিম সঞ্চয়ন (primitive accumulation) পর্ব। আর এই পুরো প্রক্রিয়াতে ঘটে বিস্তর দুর্নীতি, অবৈধ অস্ত্র ও মাদক ব্যবসা, মানব পাচার, সর্বজনের সম্পদ দখল, কমিশনের মাধ্যমে দেশি ও বিদেশি কোম্পানির সাথে গণবিরোধি চুক্তি, ঋণখেলাপসহ আরও অনেক কিছু। আনু মুহাম্মদ আরো বলছেন যে, নিঃসন্দেহে সকল ধরনের পুঁজির আদিম সঞ্চয়ন প্রক্রিয়া জিডিপি বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে দেশ সংকটের মুখে পড়বে। উন্নয়নের সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক নিয়ে আলাপ করতে যেয়ে তিনি আরও বলেন, এই ধরনের উন্নয়ন গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে চেপে ধরে। আইন ও রাষ্ট্র পুঁজি সঞ্চয়নের হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

মেগা প্রজেক্ট কী?

মেগা প্রজেক্টের অনেক ধরনের সংজ্ঞা হতে পারে। মেগা প্রজেক্ট বলতে আমরা বুঝাচ্ছি যে–যেসব প্রজেক্টগুলো কোনো অঞ্চলের ল্যান্ডস্কেপকে অতি দ্রুত অন্য কিছুতে রূপান্তরিত করে ফেলে। এই রূপান্তরের পেছনে অভিসন্ধি থাকে, উদ্দেশ্য থাকে। পুরো প্রক্রিয়ার সাথে পুঁজি ও রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ থাকে। মেগাপ্রজেক্টে ব্যবহার হয় ভারী যন্ত্রপাতি, আরো ব্যবহৃত হয় জটিল, সূক্ষ্ম ও পরিশীলিত টেকনোলজি।

'উন্নয়নশীল' দেশে যেসব মেগাপ্রজেক্ট হয় তাতে সাধারণত দেখা যায় সেগুলোর সাথে বিভিন্ন দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানি, আন্তর্জাতিক নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সরকারি ও আন্তর্জাতিক বেসরকারকারি অর্থনৈতিক সংস্থাসহ নানান রকমের সংস্থা জড়িত থাকে।

মোটা দাগে মেগাপ্রজেক্টের চারটি ধরন আমরা দেখতে পাই: অবকাঠামো (যেমন–বন্দর, রেলরোড, নগরের পানি ও নর্দমা প্রণালী), খনন (যেমন–তেল, গ্যাস), উৎপাদন (যেমন–রপ্তানিপ্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল বা export processing zones, শিল্প পার্ক বা industrial park), ভোগ (যেমন–পর্যটন এলাকা, শপিং মল, থিম পার্ক)। এইসব মেগা প্রজেক্ট যখন করা হয় তখন বেশিরভাগ সময়ই যাদেরকে উচ্ছেদ করে মেগাপ্রজেক্টটি তৈরি হচ্ছে তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে ভাবনা থাকে না। বিশেষত বাংলাদেশের মতো প্রান্তিক দেশে ব্যাপারটি আরো ঘটে। মেগা প্রজেক্টগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুইভাবেই উচ্ছেদ করে মানুষকে।

মেগাপ্রজেক্টের ফলে প্রতিবেশের বিস্থাপন

উন্নয়নের সব মেগাপ্রজেক্ট ঐ অঞ্চলের ধুলা-বালি, মাটিকে সবার আগে বিস্থাপিত করে এবং রাতারাতি ঐ অঞ্চলের জৈবিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে বদলিয়ে দেয়। মেগাপ্রজেক্টের ফলে বিস্থাপন ঘটে পানি চলাচলের পথের। একেকটা মেগা প্রজেক্ট করতে পাহাড় কেটে সমতল করে ফেলা হয়, নদীর গতিপথ বদলে দেয়া হয়, বনভূমি কেটে সাফ করে সেখানে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য গাছ লাগানো হয়। এই বদলের ফলে সেখানকার পুরো প্রতিবেশ বদলে যায়। আমরা যখন বিস্থাপনের আলাপ করব মানুষ ও অন্য প্রাণ নিয়ে তো বটেই, এর সাথে প্রকৃতিতে ঘটানো এইসব বিষয়গুলো নিয়েও আলাপ করব। প্রকৃতিতে ঘটে যাওয়া এইসব বদলগুলো কিন্তু মানুষের ইচ্ছায় ও মানুষের কাজের ফলে ঘটেছে। ফলে শুধু 'প্রাকৃতিক' আর থাকছে না ব্যাপারটা, ব্যাপারটি সামাজিকও বটে। বিস্থাপনের ব্যাপারটিকে তাই একসাথে দেখতে হবে।

কাপ্তাই বাঁধ: বিস্থাপনের ইতিহাস

উন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাব বিস্থাপিত মানুষের জীবনে, বিশেষত আদিবাসীদের জীবনে কেমন ভয়ংকর হতে পারে তার চিত্র আমরা দেখতে পাই বাঁধ দেওয়া প্রকল্পগুলোতে। এই পুস্তিকাতে কেস আকারে কাপ্তাই বাঁধকে নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রথম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হল কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। প্রতিদিন কাপ্তাই

লেকে ঘুরতে যায় অসংখ্য মানুষ। পর্যটনের জন্য অনেকদিন ধরে বিখ্যাত এই কাপ্তাই লেক। কিন্তু এই কাপ্তাই বাঁধের পেছনে লাখো আদিবাসী মানুষের যন্ত্রণা লুকিয়ে আছে। এই যন্ত্রণা বিস্থাপিত হবার। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ঐ যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে ঐ অঞ্চলের আদিবাসীরা। বাংলাদেশের ইতিহাসে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিস্থাপনের এই ঘটনা এখনও সবচেয়ে বড়।

১৯৫৭ সালে বাঁধটি নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে শেষ হয় ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারিতে। এই বাঁধের প্রভাব সরাসরি পরে সেখানে বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠির ওপরে। এই বাঁধের জন্য পানির নিচে চলে যায় ৫৪০০০ একর ভূমি। এই ভূমির ৪০% ছিল চাষযোগ্য জমি। সেখান থেকে বিস্থাপিত হয় ১২৫ মৌজার ১৮০০ পরিবারের প্রায় ১ লাখ মানুষ। তাদের ভিটেমাটি ও চাষের জমি চিরদিনের জন্য পানির নিচে তলিয়ে যায়। এই একলাখ মানুষের ৭০% ছিল চাকমা জাতিসত্তার। এছাড়াও হাজং জাতিসত্তার মানুষরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিস্থাপিত মানুষদের প্রায় চল্লিশ হাজার ভারতে চলে যায়। বর্তমানে ২৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্নকারী হলেও শুরুতে ৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হত এই জলবিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে।

> "সবাই বুঝে নিল সেই দিন উপস্থিত। এবারে সবকিছু ডুবে যাবে। সবাই এখন প্রাণ হাতে নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানোয় ব্যস্ত হয়ে গেল। ... হাতে সময় নেই একটুও ... বিদায় বলারও কারোর সময় নেই। পানি আর কাউকে সময় দিতে পারছে না..." প্রিয়বালা চাকমা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, খাগড়াছড়ি (কাপ্তাই বাঁধঃবর-পরং, পৃ. ২৪)

বাঁধের ফলে শুধু মানুষ নয়, নদীও তার পথ থেকে বিস্থাপিত হয়েছে। বাঁধ দেয়ার ফলে কর্ণফুলীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধা পেয়ে ভাটিতে নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে। ভাটিতে অবস্থান করেছে দেশের বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর। বন্দরের জন্য মোহনাতে যে নাব্যতা দরকার তার প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে বাঁধ। হ্রদের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য নদীর উজানের নাব্যতাও কমছে। নাব্যতার কারণে তলদেশ ভরাট হবার জন্য হ্রদের আয়তন কমে আসছে, অল্প বৃষ্টিতেই পানি উপচে পড়ছে। হ্রদটি কৃত্রিম হবার জন্য এর কোনো স্থির জলসীমা নাই। হ্রদের পানি কমলে একফসলি জমিতে চাষ করা যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে ঘোষণা ছাড়াই পানির উচ্চতা বৃদ্ধি করা হয় হ্রদে, ফলে

ফসলসহ জমি তলিয়ে যায়। অনেক আদিবাসী সংগঠকরা বলছেন কাপ্তাই হ্রদের জলসীমা নির্ধারণ করাটা গুরুত্বপূর্ণ। যে বাঁধের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হলো এত মানুষ তারা কিন্তু বিদ্যুতের সুবিধা কিন্তু এখনও দেশের বাকি অঞ্চলের মতো নয়। এখনও বিদ্যুতের দাবি নানান সময়ে তুলতে হয় সেখানে।

নিজ ভূমি থেকে বিস্থাপিত হয়ে হাজার হাজার চাকমা দেশ ছেড়েছেন। নিজের দেশ ছাড়ার ঘটনার ট্রমা এখনও চাকমা জনগোষ্ঠী বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। দেশ ছাড়ার এই ঘটনা 'বর-পরং' নামে পরিচিত। উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিস্থাপনের এই ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রাম তো বটেই বাংলাদেশসহ দুনিয়ার ইতিহাসে বিরাট ঘটনা। ১৯৬৪ থেকে ৬৯ সাল পর্যন্ত বর-পরং চলেছে। ভারতের মিজোরাম, ত্রিপুরা ও অরুণাচলে তারা বসতি গড়ে তুলে। কিন্তু বাস্তবতা হল তারা এখনও ভারতের নাগরিকত্ব পান নাই, অর্থাৎ সকল মৌলিক অধিকার ও নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের নাগরিকত্ব প্রদানের ঘোষণা করলেও সমস্ত অরুণাচলে তীব্র বিরোধিতা শুরু হয়। যেসব চাকমা ও হাজং জন্মসূত্রে ভারতের নাগরিক তাদের নাগরিকত্ব ভারতের সুপ্রিম কোর্ট দিতে বললেও এখনও বাস্তবায়ন হয় নাই।

> "কাপ্তাই বাঁধ হবে আর সেই বাঁধ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে, আর বিদ্যুৎ উৎপাদন হলে আমাদের চাকমাদের ঘরে ঘরে আলো জ্বলবে, সেই আলোর জন্য আমাদের কোনো টাকা খরচ করতে না, হবে না, সেই সঙ্গে ক্ষতিপূরণও দেয়া হবে, এই ছিল আমাদের মতো ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতি পাকিস্তান সরকারের বার্তা...ক্ষতিপূরণ পেয়েছি। কিন্তু সেগুলো ছিল সরকার নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ। এই ক্ষতিপূরণ দিয়ে কি ডুবে যাওয়া জমি ঘরবাড়ি, হাজারো স্মৃতিময় জায়গা ফিরে পাবো?"–করুণাময় চাকমা, রাঙামাটি (কাপ্তাই বাঁধঃ বর-পরং, পৃ. ৪৬)

সবার স্মৃতিতে গভীর দাগ ফেলে গেছে এই বিস্থাপনের ঘটনা। ঐসময়ের বিস্থাপিত মানুষদের স্মৃতিকথা পড়লে এর ক্ষত কতটা গভীর ও প্রজন্মব্যাপী তা বোঝা যায়। সমারি চাকমার কাপ্তাই বাঁধ: বর-পরং, ডুবুরিদের আত্মকথন বইতে সেই দুঃখ-দুর্দশার গল্প আমরা পাই। সমারি চাকমার অভিজ্ঞতায়: "২০১২ সালে আমি প্রথম ত্রিপুরা রাজ্য ভ্রমণ করি। সেই ভ্রমণে আমি একটি শব্দ আবিষ্কার করি তা হচ্ছে

'দেজ'। সেখানে অনেক চাকমার সাথে দেখা এবং কথা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে যাদের ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম তাদের কাছে আমি 'দেজ-গাং'-এর মেয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে যেসকল চাকমা বসবাস করেন তাদের কাছে 'দেজ' মানেই পার্বত্য চট্টগ্রাম। যাদের বয়স এখন ৭০ বছরের উপরে তাদের সকলের ইচ্ছা বেঁচে থাকাকালে যেন একবার যদি 'দেজ-গাং' ঘুরে আসা যায়।"

একদম হঠাৎ করে নিজের জমি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে সবাইকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশের উপরেও অনেক প্রভাব ফেলেছে কাপ্তাই বাঁধ। আরো প্রভাব পড়েছে চাকমা জনসংখ্যার ভারসাম্যের ওপরেও। পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে আশির দশকে দেশের বিভিন্ন সমতলের জায়গা থেকে চার লাখেরও বেশি বাঙালিকে পার্বত্য জেলাগুলোতে নিয়ে আসা হয়, সেটেলার বাঙালি হিসাবে তারা পরিচিত। সেনাবাহিনী নিয়োগের পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রের উপস্থিতি ও গভার্নেন্স বাকি সব জেলার থেকে একদম আলাদা। বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে উচ্ছেদের ঘটনা একের পর এক শুধু ঘটছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। যেমন খাগড়াছড়ি জেলার বাবুছড়াতে বিজিবি জোন সদর দফতর নির্মাণকে কেন্দ্র করে এমন ২১টি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে যারা কাপ্তাই বাঁধের কারণে প্রথম দফায় উচ্ছেদ হয় ।

এই বাঁধের জন্য বিস্থাপিত মানুষদের বিস্থাপন-পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল ভয়ংকর। এদের অনেকেই দুইবার বা আরো বেশিবার বিস্থাপিত হয়েছেন। বুদ্ধধন চাকমা তেমনি একজন মানুষ। তিনি ও তার পরিবার কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণকালে তাদের আদিভিটা থেকে চলে আসেন রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়িতে। তারা সেখানে একেবারে নতুন করে জীবন শুরু করেন। সূর্যের আলো পড়ে না এমন জঙ্গল কেটে সাফ করে, নতুন জায়গার রোগ-জীবাণুকে মোকাবিলা করে সেখানে জীবনযাপন শুরু করেন। বুদ্ধধন চাকমা বলছেন শুরুতে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক পরিবার। কিন্তু খুব দ্রুতই দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বাঙালি শ্রমিকরা, সেখানে আসতে থাকল। বুদ্ধধন চাকমা বলছেন, "যে হারে বাঙালি বাড়ছে তাতে আমদের জীবনেও চাপ পড়ছে। এই বাঙালিদের সাথে সুখে থাকতে পারব না, এইটা নিশ্চিত বুঝে এলাকার মুরুব্বিরা কীভাবে নিরাপদে এই দেশ থেকে ভারতে চলে চলে যাওয়া যায় তা নিয়ে মিটিং করতে লাগলেন।" সে সময়ে রেডিওতে প্রচারিত হচ্ছিল যে–ভারত সরকার তাদেরকে অনেক কিছু দেবে, ভারত সরকার তাদেরকে চলে যেতে বলেছে। ভারতে গেলেই সেখানকার সরকার তাদের দায়িত্ব নেবে। তারা ভারতের দেমাগ্রীর দিকে সপরিবারে রওনা দিলেন।

বছর পাঁচেকের ভেতরে আরও একবার বিস্থাপিত হলেন। ভারতের দেমাগ্রীতে তারা

হাজারো উদ্বাস্তু মানুষের সাথে নাম লেখালেন, কিন্তু সেখানেও থাকা হল না তাদের। দেমাগ্রীতে মানুষ বেশি হওয়াতে ভারতীয় সরকার তাদেরকে নেফা, বর্তমান অরুণাচলে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পুরোটা পথ তারা হেঁটে এসেছেন। কর্তৃপক্ষ বলেছিল দূরত্ব ৭০০ মাইল, কিন্তু বুদ্ধধন চাকমার এখন মনে হয় সে দুরত্ব আর অনেক বেশি। তারা হেঁটেছেন প্রায় ৩১ দিন। তিনি বলছেন, "দেমাগ্রী থেকে যাত্রা শুরু হবার পর থেকে আমাদের শুধু হাঁটতে হত... যারা অসুস্থ, বৃদ্ধ আর গর্ভবতী নারী তাদের জন্য ছিল গাড়ি। যারা রাস্তায় মারা যাচ্ছে বা যাবে বলে বোঝা যাচ্ছে, তাদেরকে ছেড়ে আসতে হয়েছে। অবশ্য সাথে ১ বা ২জন ভলান্টিয়ার থাকত...মারা যাবার পর পথের ধারে কোনোরকমে আগুনে দিয়ে আসত বামাটিতে চাপ দিত। যেসব গর্ভবতী মা সন্তান জন্ম দেবে তাদেরকেও রেখে আসতে হয়েছে ক্যাম্পে। কত মানুষ যে রাস্তায় অসুখে বিপদে পড়ে মারা গেছে সেসব হিসাব কেউ কোনে-াদিন আর পাবে না। আমরাওই তখন কেউ এই হিসাব রাখতে পারিনি। মানুষের ঢলে মানুষের বিষ্ঠার গন্ধ তিন মাইল দূর থেকেও পাওয়া যেত। রাস্তার দুধারে দেখা মিলতো বাচ্চাদের মৃতদেহ, অর্ধেক মাটির নিচে পোঁতানো। তাড়াহুড়াতে পুরোটা মাটিচাপা দেয়া সম্ভব হয়নি। অনেক মানুষ মারা পড়েছে অর্ধেক রাস্তায়। পরিবেশ, ঠিকমতো খেয়ে না পাওয়া, পরিশ্রম–সব মিলিয়ে অসুখে ভুগে বুড়ো আর ছোট শিশুরাই বেশি মারা গেছে। যারা একেবারে চলতে অক্ষম ছিল তাদেরকে রাস্তায় ফেলে আসতে হয়েছে। কি করুণ পরিস্থিতি! আমার আজও চোখে ভাসে আমাদের সেই হাঁটার দৃশ্য। রাস্তায় শুধু মানুষ আর মানুষ। কোথায় যাচ্ছি জানে না কেউ। শুধু জানে ভারত সরকার এখন যেখানে নিতে চাইছে সেখানেই যেতে হবে। (পৃ. ৬১-৬২)"

একদিন যে স্বচ্ছল জীবন ছিল তাদের, সে জীবনের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ চলে গেল 'অন্যে'র হাতে। বুদ্ধধন চাকমার মতে ভারতের সরকারের মর্জির ওপরে তাদের জীবন চলেছে। বিস্থাপন এমন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে বিস্থাপিত মানুষকে নিয়ে যায়। শুধু যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায় তা নয়, তার জীবনের নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেকে বিস্থাপিত করে ফেলে। অন্য কেউ হয়ে ওঠে বিস্থাপিত মানুষের নিয়ন্ত্রণকর্তা। কাপ্তাই বাঁধের ফলে সে বিস্থাপিত মানুষদের সেই অবিশ্বাস, অনিশ্চয়তা ও হাহাকার আজ পর্যন্ত চলে আসছে। অসংখ্য মানুষ তার পরিবারের সদস্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন তার খেলার সঙ্গী থেকে, কমিউনিটি জীবন থেকে।

প্রিয়বালা চাকমা তার ভাইবোন ও বাবাকে খুঁজেছেন অনেকদিন। তিনি বলছেন, "অনেক বছর পরে এক আত্মীয়ের মাধ্যমে জানলাম বাবা, ৩ ভাই ও ১ বোন সবাই

অরুণাচলে চলে গেছে। ওখানে তাঁরা জীবনের জন্য কঠিন সংগ্রাম করছে। আমি তখনও জানতাম না আমার বাবা অরুণাচল যাবার পথে মারা গেছেন। কাপ্তাই বাঁধের কারণে সেই যে ১৯৬০/৬৪ সালের মধ্যে আমরা ভাইবোনরা আলাদা হয়ে গেলাম, তারপর দেখা হলো আমাদের পচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে। দেখাট-াও একসাথে হয়নি। আর হবেও না কোনোদিন।" তার বোনের সাথে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পরে আবার তার দেখা হয়। যখন তাদের বিচ্ছেদ ঘটে, তখন প্রিয়বালা চাকমার বয়স ১১/১২ হবে। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পরে তার বোনের সাথে দেখা হওয়া নিয়ে স্কুলশিক্ষক প্রিয়বালা চাকমা বলছেন, "স্কুল থেকে ফেরার পর দেখলাম একজন অপরিচিত নারী সোফায় বসে আছে। কে না কে, আমি আর কথ আবললাম না। আমার মেয়েরা বললো মা দেখো তো চিনতে পারো কিনা? আমি তো আর চিনতে পারি না। শেষে মেয়ারা বললো তোমার বোনকে তুমি চিনতে পারলে না! এরপর শুরু হলো আমাদের কান্না... প্রথম দিকে তো কেউ কোনো কথা বলতে পারিনি... ভেবেছি এই কি কপাল আমাদের এক বাঁধ আমাদেরকে কোথায় নিয়ে গেল। আমার ছোটবোন একমাস ছিল দেশে... একমাস পর তাদের ফিরে যাবার সময় হলো। আমিও জানি সেও জানে আমাদের আর দেখা হবে না। এইটাই হয়তো আমাদের শেষ দেখা।"

এভাবে প্রিয়জন তো বটেই, ইতিহাস থেকে বিস্থাপিত হয়ে যায় এমন ভুক্তভোগী মানুষরা। কাপ্তাই বাঁধের জন্য বিস্থা-পত আদিবাসী মানুষরা বারবার তাদের পুরোনো জীবনের কথা মনে করেছেন। আমগাছতলা, জমির ফসল, থুম্বুক খেলা, গৃহপালিত পশু, পাহাড়, কাজালং নদীসহ আরো অনেক কিছু তাদের স্মৃতিতে থেকে গেছে। বর-পরং-এর ভয়ংকর স্মৃতিকে এড়িয়ে আগের জীবনে ফিরে যেতে চান বিস্থাপিত মানুষরা।

কাপ্তাই বাঁধের জন্য বিস্থাপিত মানুষদের পুনর্বাসনের প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে ঘটে নাই। দাতা সংস্থা USAID ও পাকিস্তান সরকারের ঐ অঞ্চলের আদিবাসী সংস্কৃ তি সম্পর্কে সাধারণ বোঝাপড়ার ব্যাপক

"এইতো শুনলাম গতবছর আমার ছোটবোন দীপিকা মারা গেছে... কোথাও পুরোদমে স্থিতি হতে পারলো না। কাপ্তাই বাঁধ তাকে একেবারে ঠিকানাহীন করে ছেড়েছে... আজ এখানে কাল ওখানে করতে করতে আমার বোনটার জীবন শেষ হয়ে গেল। হায় কাপ্তাই বাঁধ...আমাদের সোনার পরিবার এই বাঁধের পানিতেই ডুবে শেষ হয়ে গেল।"
–প্রতিমা দেওয়ান,
খাগড়াছড়ি। পৃ.১১২

ঘাটতি ছিল। তারা ভেবেছিলেন সেখানকার বাসিন্দারা 'জুম' চাষ করা 'যাযাবর', তাই তাদের জন্য স্থায়ী পুনর্বাসন ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার নাই। কিন্তু বাস্তবতাটা হলো–জুম চাষের জন্য এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যাবার যে চক্র তা বেশ লম্বা সময়ের। কর্ণফুলীর এই প্লাবনের আগে জুম চাষের গড় চক্রের সময় ছিল ৭-১০ বছর, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ১০-১৫ বছর। কিন্তু পাবনে প্রায় ৪০ উর্বর কৃষিজমি বিলীন হয়ে যাবার পরে চক্রের সময় কমে দাঁড়ায় ৩-৫ বছর। এর একটি বড় হলো কারণ জমি কমে যাওয়া ও বিভিন্ন জেলার বাঙালিদের আগমণে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়া। পাকিস্তান সরকার পুনর্বাসনের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। প্রথম দিকে জমি, গাছ, বাসাবাড়িসহ অন্যান্য অবকাঠামোর জন্য কিছু ক্ষতিপূরণ দেয়া হলেও প্রায় এক লাখ মানুষের পুনর্বাসনের জন্য খুব কম টাকাই বরাদ্দ ছিল। শুরুতে কাসালং-এ সংরক্ষিত বন কেটে তাদের অনেকের পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হলেও তা পর্যাপ্ত ছিল না। পাকিস্তান সরকারের পুনর্বাসন নিয়ে অনিচ্ছা ও অবহেলার ভেতর দিয়ে শুরু হয়ে যায় বর-পরং। তাদের আবাদি জমির ক্ষতিপূরণের যে প্রতিশ্রুতি পাকিস্তান সরকার দিয়েছিল তা পূরণ হয়নি। অনেক পরিবারকে সর্বোচ্চ ১০ একর জমি দেয়া হয়েছিল, যদিও তারা বাঁধ নির্মাণের আগে এরচেয়ে অনেক বেশি জমির মালিক ছিল।

বাঁধের সাথে বিস্থাপনের সম্পর্ক

বাঁধের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। একটি উন্নয়ন প্রকল্প যে কত কিছু থেকে কত কিছুকে বিস্থাপিত করে কাপ্তাই বাঁধ দুনিয়ার বিস্থাপনের অভিজ্ঞতার ইতিহাসে একটি ছোট্ট উদাহরণ। কীভাবে একটি অঞ্চলের জনগোষ্ঠী, সে অঞ্চলের প্রতিবেশ তার অবস্থান থেকে সমূলে বিস্থাপিত হয় এবং এই বিস্থাপন কীভাবে বছরের পর বছর আরও অনেকগুলো বিস্থাপনের ঘটনার কারণ হিসাবে সামনে হাজির হয় তারও একটি নমুনা হল কাপ্তাই বাঁধের জন্য বিস্থাপনের ঘটনা। শুধু কাপ্তাই বাঁধ নয় দুনিয়াতে আরও অনেক বাঁধের জন্য অনেক মানুষ বিস্থাপিত হয়েছে। বৃহৎ বাঁধের (large dam) জন্য গত ছয় দশকে প্রায় ৮০ মিলিয়নের মতো মানুষ তার জমি থেকে বিস্থাপিত হয়েছেন। The International Commission on Large Dam-এর সংজ্ঞা অনুসারে বৃহৎ বাঁধকে উচ্চতায় ১৫ মিটারের চেয়ে বেশি হতে হবে অথবা বাঁধটির ৩ মিলিয়ন কিউবিক মিটারের চেয়ে বেশি ধারণক্ষমতা থাকতে হবে। সারা দুনিয়াতে ৮০০,০০০ ক্ষুদ্র বাঁধের পাশপাশি প্রায় ৫০,০০০ বৃহৎ বাঁধ আছে, এই বৃহৎ বাঁধের অর্ধেকই আছে চীনে। মনে রাখা জরুরি, যে ৮০ মিলিয়ন বিস্থাপিত মানুষের কথা বলা হল তারা কিন্তু বৃহৎ বাঁধের কারণে ভুক্তভোগী। এখানে ক্ষুদ্র বাঁধের হিসাব যুক্ত করা হয় নাই।

বিশ্বব্যাংকসহ অনেক আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় দাতাসংস্থার উদ্যোগে নানান সময়ে এইসব বাঁধ নির্মিত হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় দাতা সংস্থারা শুরুতে ক্ষয়ক্ষতির যতটুকু আন্দাজ করেন তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষয়ক্ষতি শেষ পর্যন্ত ঘটে। যেমন ধরা যাক, রোয়ান্ডা ও জায়ারের সীমান্তে রুইজিজি হাইড্রপাওয়ার প্রজেক্ট বিশ্বব্যাংকের পরিকল্পনায় করা হয়। তারা বলেছিল এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে খুব বেশি হলে ২০০ মানুষকে পুনর্বাসিত করতে হবে। বিশ্বব্যাংক বলছে যে, "বাঁধ স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিদিনকার জীবনে খুব সামান্য প্রভাব ফেলবে।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এই প্রকল্পের ফলে কমপক্ষে ১৫,০০০ মানুষ উচ্ছেদ হয়েছে। এইসব মানুষদের উচ্ছেদ পরবর্তী জীবন কেটেছে নানান যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে। এমন আরেকটি উদাহরণ হলো ভারতের সরদার সরোবর বাঁধ। ভাবা হয়েছিল যে ৩৩,০০০ মানুষ বিস্থাপিত হবে বাঁধের জন্য। কিন্তু এখানেও দেখা যায় শেষ পর্যন্ত ৩৫০,০০০ মানুষ এই বাঁধের জন্য বিস্থাপিত হয়েছে তাদের বসত ভিটা থেকে এবং তাদের বিস্থাপন পরবর্তী জীবন কাটে ভয়ংকর দুর্দশার ভেতর দিয়ে। যে ৮০ মিলিয়ন মানুষ বাঁধ প্রকল্পের জন্য বিস্থাপিত হয়েছে তাদের সম্পর্কে তথ্য উপাত্তের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে কীভাবে তাদের জমি নেয়া হয়েছে, উচ্ছেদ প্রক্রিয়া কেমন ছিল, বিস্থাপনের পরে তাদের কী হলো, তাদের পুনর্বাসিত করা হয়েছিল কি না, কীভাবে পুনর্বাসিত করা হয়েছিলসহ আরও অনেক প্রসঙ্গ ও প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় না। Internal Displacement Monitoring Centre ২০১৭ সালের এপ্রিলে Dams and Internal Displacement নামে একটি পুস্তিকা বের করে। এই পুস্তিকাতে তারা বলছেন যে বাঁধ নির্মাণ শিল্প এখনও ক্রমশ বিকাশমান। পুস্তিকাটি বের হওয়ার সময়ে ৩,৭০০ টি বড় বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা চলছিল বা নির্মাণাধীন ছিল। বিশ্বব্যাংক আর আগের মতো বাঁধ নির্মাণে অর্থায়ন করছে না। অর্থায়নের একটি বড় অংশের দায়িত্ব তুলে নিয়েছে গ্লোবাল সাউথের বিভিন্ন বেসরকারি-সরকারি ব্যাংক। যেমন ২০১২-এর আগস্ট পর্যন্ত চীনা কোম্পানি ও দাতারা ৭০টি দেশের ৩০৮ টি বাঁধ প্রকল্পের সাথে যুক্ত ছিল।

৫০ টি বৃহৎ বাঁধের ওপরে করা একটি গবেষণায় দেখা যায় যে এই বাঁধগুলোর জন্য বিস্থাপিত মানুষদের পুনর্বাসিত জীবন সময়ের সাথে সাথে আরো ভাল হয় নাই, বরং ৮২% ক্ষেত্রে তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনমান আরও কমে গেছে। এইসব মানুষদের জীবনে নানান ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এই বিস্থাপন প্রক্রিয়া: আয়-উপার্জনের ক্ষেত্র কমে আসা, নগণ্য গৃহায়ণ, শিশুদের শিক্ষার সুযোগ, সর্বজনের সম্পদ যেমন পানি, জমি, গাছ, বন ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক বিচ্যুত হওয়া,

পারস্পারিক সামাজিক সম্পর্ক কমে যাওয়া, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের অবনতি ইত্যাদি। World Commission on Dams (WCD) বাঁধের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বলছে যে: "স্থানিকভাবে ব্যাপক প্রভাবশালী, সামাজিক ঐক্যের জন্য বাধা, দীর্ঘমেয়াদী এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই প্রভাবগুলো অপরিবর্তনীয়।" এটা তো গেল শুধু বিস্থাপিত মানুষদের কথা। বাঁধের প্রভাব বিস্থাপন ঘটনার বাইরেও পড়ে। এই পরোক্ষ প্রভাবের সামাজিক প্রভাব আরও ভয়ংকর। বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন যে ৪৭২ মিলিয়ন মানুষ ৭,০০০ বাঁধের কারণে কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বাঁধ নির্মাণের ফলে দুনিয়ার অর্ধেকেরও বেশি নদী ব্যবস্থা (river system) ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বাঁধ নদীর বাস্তুসংস্থানকে জোর করে রাতারাতি পরিবর্তিত করে ফেলে। নদীর ভেতরে থাকা নানান প্রাণ নতুন প্রতিবেশে খাপ খাওয়াতে পারে না, ফলে নদীর পুরো জীবনচক্রটি ভেঙ্গে পড়ে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, জলবায়ু দূষণেও বাঁধের ভূমিকা আছে। পাবণের পরে কিছু সময়ের জন্য বাঁধের কৃত্রিম জলাশয় মিথেন নিঃসরণ করে। বাঁধের ফলে সেখানকার জলজীবন প্রভাবিত হয়। আর এই জলজীবনের ওপরে নির্ভরশীল স্থানীয় অর্থনীতিও হুমকির মুখে পড়ে। এছাড়াও, অনেক বাঁধ নির্মাণে প্রচুর সময় ও অর্থের প্রয়োজন হয়।

ভারতে বাঁধের জন্য যত মানুষ বিস্থাপিত হয়েছে তার ৪০% মানুষ হয় হলো আদিবাসী, যদিও আদিবাসীরা ভারতের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৬%। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বাঁধের নাম বলা যায়। ভারতে সবচেয়ে পুরাতন বাঁধ হলো হীরাকুদ বাঁধ। এই বাঁধের জন্য ১.৫ লাখ মানুষ বিস্থাপিত হয়েছে। মধ্য প্রদেশের বরগি বাঁধের ক্ষতিকর প্রভাবের শিকার হয়েছে ১৬২টি গ্রামের মানুষ, পানিতে সম্পূর্ণ তলিয়ে গিয়েছে ৮২টি গ্রাম। এই বিস্থাপিত মানুষদের মধ্যে আদিবাসী মানুষদের সংখ্যা অনেক। লাখ লাখ বিস্থাপিত মানুষ একটি স্বচ্ছল জীবনের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। ক্ষতিপূরণের টাকা পেতে অনেক কষ্ট করতে হয়। অনেকেই তার পুরানো পেশা ছেড়েছেন। যেমন–বরগি বাঁধের জন্য বিস্থাপিত কৃষকরা রিকশা চালান অথবা শ্রমিকের কাজ করেন, কারণ কৃষিজমি বাঁধের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। অনেক বাঁধের ক্ষেত্রেই এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন সেখানকার বিস্থাপিত মানুষরা।

বিস্থাপনে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা : বিশ্বব্যাংক অভিজ্ঞতা

২১টি দেশের প্রায় ৫০ জনের সাংবাদিকদের দল প্রায় এক বছর প্রগতির নামে, উন্নয়নের নামে বিশ্বব্যাংক কীভাবে বিস্থাপন করেছে তার ডকুমেন্টেশন করেছেন। এই কাজ করতে গিয়ে বিশ্বব্যাংকের হাজারো রেকর্ড বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এছাড়াও আলবেনিয়া, ব্রাজিল, ইথিওপিয়া, হন্ডুরাস, ঘানা, গুয়াতেমালা, ভারত, কেনিয়া, কসভো, নাইজেরিয়া, পেরু, সার্বিয়া, দক্ষিন সুদান ও উগান্ডার একশোর উপরে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। অনুসন্ধানে বের হয়েছে এসেছে ব্যাংকের জন্য শহরের বস্তিবাসী, কৃষক, জেলে, বনের অধিবাসী ও বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপরে নানান ধরনের সমস্যা তৈরি হয়েছে। তারা হয়েছেন আরো দরিদ্র; নিজেদের জমি-জলা, জীবন, সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবন থেকে তাদের বিস্থাপন ঘটেছে। তারা নিজেদের বাসস্থান, জমি, জীবনকে কোনোমতে টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করছেন।

২০১৫ সালে হাফিংটনপোস্ট ও আইসিআইজে (ICIJ) দুনিয়াব্যাপি বিস্থাপনের উপরে বিশ্বব্যাংক প্রকল্পের প্রভাব নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। How The World Bank Broke Its Promise To Protect The Poor শিরোনামের এই প্রতিবেদনটি বিশ্বব্যাংকের বিস্থাপন ও পুনর্বাসন নিয়ে বিভিন্ন নীতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। নিচে এই প্রতিবেদনের কিছু চুম্বক অংশ দেয়া হলো:

- বিশ্বব্যাংকের প্রকল্পের জন্য ২০০৪ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩,৩৫০,৪৪৯ জন মানুষকে তাদের বসতভিটা, জমি-জলা, জীবিকা ও কমিউনিটি থেকে জোরপূর্বকভাবে বিস্থাপিত করা হয়।

- বিশ্বব্যাংক প্রতিনিয়ত তার প্রকল্পের কারণে বিস্থাপিত ও আক্রান্ত মানুষদের নিজেদের নীতি অনুযায়ীই সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

- বিশ্বব্যাংক যেসব সরকার ও প্রাইভেট কোম্পানিকে অর্থায়ন করেছে তাদের অনেকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, হত্যা ও নির্যাতনের মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনেক ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাদের এইসব অভিযোগের প্রমাণ পাওয়ার পরেও ঋণদাতারা তাদের টাকা দিয়ে গেছে।

- ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক গ্রুপের ঋণদাতারা প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার শুধু এমন প্রকল্পে দিয়েছে যার ঝুঁকি অনেক বেশি। এইসব প্রকল্পগুলোর সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব "অপরিবর্তনীয় ও নজিরবিহীন"। এই টাকার পরিমাণ তার আগের পাঁচ বছরের তুলনায় দ্বিগুণ।

- ২০০৪ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত কেবল এশিয়া থেকেই বিশ্ব ব্যাংকের কারণে বিস্থাপিত হয়েছে ২,৮৯৭,৮৭২ জন মানুষ। নিচে পুরো তালিকাটি দেয়া হলো:

মহাদেশ	বিস্থাপিত মানুষের সংখ্যা
এশিয়া	২৮৯৭,৮৭২
আফ্রিকা	৪১৭,৩৬৩
দক্ষিণ আমেরিকা	২৬,২৬২
ইউরোপ	৫,৫২৪
ওশেনিয়া	২,৪৮৩
উত্তর আমেরিকা	৮৫৫
আইল্যান্ড স্টেটস	৯০

- দুনিয়াতে ১,২০০,০০০ জনের চেয়ে বেশি বিস্থাপিত হয়েছে পাঁচটি দেশে, এর মধ্যে ৪ টি দেশই এশিয়ার। দেশগুলো হলো–বাংলাদেশ, চীন, ইথিয়োপিয়া, ভারত, ভিয়েতনাম।

দেশ	বিস্থাপিত মানুষের সংখ্যা	প্রকল্পের সংখ্যা
বাংলাদেশ	৮৪,৪০৮ জন	৪
চীন	১০,৭৭,৪৬১	৯৪
ইথিয়োপিয়া	৯৫,০১৬	৯
ভারত	৩৮৮,৭৯৪	২৪
ভিয়েতনাম	১,২৫৫,৬০৩	২৭

বর্তমান উন্নয়ন মডেলের সহিংসতার সাথে গণতন্ত্র প্রশ্নের সম্পর্ক অনেক জোরালো। উন্নয়নকে চাপিয়ে না দিয়ে, হঠাৎ করে মানুষকে তার বসতভিটা থেকে উন্নয়নের নামে বিস্থাপিত না করেও বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব। গণতন্ত্রবিরোধী উন্নয়ন মডেল পৃথিবীতে বিস্থাপিত মানুষের সংখ্যা শুধু বাড়াবে। মানুষ, প্রাণ ও প্রিতবেশকে বিপন্ন না করে, জনগণের সম্পদকে জনগণের জন্য ব্যবহার করে বিদ্যমান উপনিবেশবাদী, পুরুষতান্ত্রিক, প্রবৃদ্ধি মডেলের উন্নয়নের বাইরে নতুন অর্থনৈতিক সামাজিক কাঠামোর দিকে পরিবর্তনের জন্য সমাজকে ভাবতে হবে। সে পরিবর্তনের মডেল, অনুশীলন-সবটাই নির্ধারণ করা দরকার আনুভূমিক, অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়, তবে তা ন্যায্যতা অর্জনের সম্ভাবনা তৈরি করে।

তথ্যসূত্র:

IDMC (Internal displacement monitoring center), 'Dams and Internal Displacement', 2017, 4.

Margarita Aguinaga and others, 'Development Critiques and Alternatives: A Feminist Perspective', Beyond Development: Alternative Visions from Latin America, 2013, 41–59 <https://www.tni.org/files/download/beyonddevelopment_critiques.pdf>.

Anu Muhammad, 'Is Development Incompatible With Democracy?', The Daily Star, 21 October 2015 <https://www.thedailystar.net/op-ed/development-incompatible-democracy-160108>.

Gellert and Lynch, LV.

খীসা দীপায়ন, 'কাপ্তাই হ্রদ পাহাড়ি মানুষের অশ্রুজল', বণিক বার্তা
<http://bonikbarta.net/bangla/news/2015-06-29/41354/কাপ্তাই-হ্রদ-পাহাড়ি-মানুষের-অশ্রুজল--/>.

Saila Parveen and I. M. Faisal, 'People versus Power: The Geopolitics of Kaptai Dam in Bangladesh', International Journal of Water Resources Development, 18.1 (2002), 197–208 <https://doi.org/10.1080/07900620220121756>.

International Rivers, 'Human Impacts of Dams', International Journal of Science and Nature, 2016 <https://www.internationalrivers.org/human-impacts-of-dams>.

IDMC, 'Bangladesh: Minorities Increasingly at Risk of Displacement. A Profile of the Internal Displacement Situation', Idmc Nrc, 2006.

Peter Bosshard, 'Dammed, Displaced and Forgotten', Huffpost, 2017 <https://www.huffingtonpost.com/peter-bosshard/dammed-displaced-

and-forg_b_6956512.html>.
International Rivers, The New Great Walls: A Guide to China's Overseas Dam Industry, Berkeley: International Rivers Network, 2012 <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:The+New+Great+Walls:+A+Guide+to+China´s+Overseas+Dam+Industry#0>.

Thayer Scudder, Resettlement Outcomes of Large Dams, Impacts of Large Dams: A Global Assessment, 2012 <https://doi.org/10.1007/978-3-642-23571-9>.

Bryan Tilt, Yvonne Braun, and Daming He, 'Social Impacts of Large Dam Projects: A Comparison of International Case Studies and Implications for Best Practice', Journal of Environmental Management, 90 (2008), 249–57 <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.07.030>.

IDMC (Internal displacement monitoring center), 'Dams and Internal Displacement'.

Glaucia Boyer and Matthew Mckinnon, 'Development and Displacement Risks', Forced Migration Review, 2015, pp. 21–22 <http://www.indiawaterportal.org/topics/development-and-displacement>.

Parveen and Faisal.
Makarand Purohit, 'Dams and Disasters: 4.4M People Displaced since Independence as Ageing Dams Await Collapse', YourStory, 2017 <https://yourstory.com/2017/03/dams-disasters/>.

Cécile Schilis-Gallego and Shane Shifflett Sasha Chavkin, Ben Hallman, Michael Hudson, 'How The World Bank Broke Its Promise to Protect the Poor', The Huffington Post, 2015 <http://projects.huffingtonpost.com/worldbank-evicted-abandoned%5Cninternal-pdf://22/worldbank-evicted-abandoned.html>.

অধ্যায়-৫

বিস্থাপিতদের সুরক্ষার জন্য কনভেনশন ও নীতিমালা

বিস্থাপিত মানুষদের সুরক্ষার জন্য এ পর্যন্ত অনেক আন্তর্জাতিক, দেশীয় ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কাজ করেছে। এছাড়াও তৈরি হয়েছে নানান সুরক্ষাকবচ, কনভেনশন, গাইডলাইন। বিস্থাপিত মানুষদের অধিকার সুরক্ষার ওপরে জোর দেয়া হয়েছে এসব দলিলে।

কামপালা কনভেনশন

আন্তর্জাতিক এজেন্ডা হিসাবে বিস্থাপন গুরুত্ব সহকারে ৯০ শতকের শুরুর দিক থেকে আলোচিত হয়ে আসছে। কীভাবে বিস্থাপিত মানুষদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায় তা নিয়ে যত গুরুত্বপূর্ণ নথি আছে, কামপালা কনভেনশন সেগুলোর মধ্যে একটি। ২০১২ সালের ৬ ডিসেম্বর কার্যকর হয় এই কনভেনশন। কামপালা কনভেনশন আফ্রিকা অঞ্চলের জন্য করা হলেও দুনিয়ার নানান প্রান্তে থাকা বিস্থাপন নিয়ে কাজ করা মানুষরা এই কনভেনশনকে তাদের কাজে ব্যবহার করেন। কামপালা কনভেনশন ইতিহাসের প্রথম আঞ্চলিক কনভেনশন যেটা সরকারগুলোকে অধিকার সুরক্ষার জন্য আইনগত বাধ্য করে।

সংক্ষেপে কামপালা কনভেনশন

- আভ্যন্তরীণভাবে বিস্থাপিত মানুষদের সহযোগিতা করার প্রাথমিক দ্বায়িত্ব হলো জাতীয় কর্তৃপক্ষের এই ব্যাপারটি কনভেনশনে বলা হয়েছে।
- বিস্থাপনের দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের শর্ত তৈরি করবে দেশগুলোর কর্তৃপক্ষ।
- কনভেনশন আভ্যন্তরীণভাবে বিস্থাপনের বিভিন্ন কারণগুলোকে বিস্তরভাবে নির্দেশ করবে–সশস্ত্র সংঘাত, সহিংসতা, প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ, বাঁধের মতো মেগা উন্নয়ন প্রকল্প, জমি অধিগ্রহণ ইত্যাদি।

- কনভেনশন আভ্যন্তরীণ বিস্থাপন ঠেকাতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটি সরকারকে সাহায্য ও বাধ্য করার ঘোষণা দেয়।
- কনভেনশন আভ্যন্তরীণভাবে বিস্থাপিত মানুষদের সুরক্ষা ও সাহায্যের জন্য এবং বিস্থাপনের নানান প্রসঙ্গকে পলিসিতে নিয়ে জাতীয় আইন করতে সাহায্য করবে।
- ২০১৭ সালের মে মাস পর্যন্ত আফ্রিকা ইউনিয়নের ৫৪টি সদস্য কনভেশনে স্বাক্ষর করেছে এবং ২৫টি সদস্য অনুসমর্থন (ratification) দিয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে হওয়া বিস্থাপিত মানুষদের সুরক্ষা

বহুজাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সুরক্ষানীতিতে সাধারণত জনপদ ও পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব এড়ানোর জন্য আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় আইন ও নিয়ম-নীতি অনুসরণের কথা বলা থাকে। এর মধ্যে রয়েছে, পরিবেশ আইন, মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা পত্র, ভূমি আইন, মানুষের উন্নয়নের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণা, রামসার কনভেনশন ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। বাস্তবে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন প্রকল্পে আইন অথবা নির্দেশনা মানা হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পশ্চিম ভারতে সারদার সরোবর বাঁধ, আর্জেন্টিনা-প্যারাগুয়ে সীমান্তে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, পাক-মুন বাঁধ,

পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কি কি মানবাধিকারের কথা মনে রাখতে হবে?

[এই তালিকাটি চূড়ান্ত নয়। আরো অনেক অধিকারের কথা এই তালিকাতে ঢুকতে পারে]

- উন্নত জীবনযাত্রা মানের অধিকার
- সংস্কৃতির অধিকার
- ধর্ম পালনের অধিকার
- শিক্ষার অধিকার
- খাদ্যের অধিকার
- বিশুদ্ধ খাবার পানি পাবার অধিকার
- বিচার পাবার অধিকার
- চলাচলে স্বাধীনতার অধিকার
- নিজের বাসস্থান কোনটি হবে তা ঠিক করার অধিকার
- মতপ্রকাশের অধিকার
- তথ্য পাবার অধিকার
- আত্মরক্ষার অধিকার
- কাজের অধিকার
- শিশুর জন্য অধিকার
- নানান ক্ষেত্রে সকল লিঙ্গের মানুষের মধ্যে সমান অধিকার।

ব্রাজিলের সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প, ইন্দোনেশিয়ায় বসতি স্থানান্তর প্রকল্প। এই প্রকল্পগুলোর প্রত্যেকটিতেই একদিকে যেমন হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে অন্যদিকে হাজার হাজার একর কৃষিজমি বিলীন হয়েছে। পরিবেশগত ক্ষতি তো আছেই।

সুরক্ষা নীতি বলতে এমন কিছু নিয়ম, নীতি এবং আইনি বিধি-নিষেধকে বুঝায়। যেগুলো জনগণকে উন্নয়ন প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব প্রভাব হতে সুরক্ষা দেয়। যেমন–উন্নয়নের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র, মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র, পরিবেশ আইন, ভূমি আইন, রামসার কনভেনশন ইত্যাদি।

যারা প্রবৃদ্ধি মডেলের উন্নয়ন চিন্তার প্রস্তাব করে, অর্থ দেয় যে বিশ্বব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, তাদের নীতিমালার ভেতরে বিস্থাপিত মানুষদের জন্য বিভিন্ন সুরক্ষাকবচের কথা বলা আছে। বলা আছে দ্রুততম সময়ের ভেতরে সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের কথা। নানান সময়ে নানান সুরক্ষাকবচ নীতিমালাগুলো নিতে বাধ্য হয়েছে এইসব সংস্থাগুলো। আমরা যদিও বলছি না যে শুধু পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ দিলেই বিস্থাপনের ব্যাপারটিতে সহিংসতা থাকবে না। আমরা মনে করি পুনর্বাসন প্রক্রিয়া নিজেই একটি বিস্থাপনের প্রক্রিয়া। ফলে সেখানে ন্যায্যতার প্রশ্ন জড়িত। কিন্তু এই প্রসঙ্গ বাদ দিলেও আমরা দেখি যে তাদের নিজেদের প্রণীত সুরক্ষাকবচ নীতিমালার সঠিক প্রয়োগ তারা করতে পারছে না।

অন্যান্য নথিপত্র

মোটামুটি সব নথিতে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করতে মানা করা হয়েছে। উচ্ছেদকৃত মানুষ ও উচ্ছেদের ক্ষয়ক্ষতি না করে বিকল্প উপায়ে উন্নয়ন প্রকল্প করা যায় কি না তার উপরে সর্বাধিক জোর দেয়া হয়েছে। নায্য ক্ষতিপূরণ ও অত্যন্ত সংবেদশীলতার সাথে উচ্ছেদের প্রক্রিয়াকে চালাতে বলা হয়েছে। উদাহরণ আকারে বলা যায় জাতিসংঘের Basic Principles and Guidelines on Development-based Evictions and Displacement-এ বলা হচ্ছে যে, খারাপ আবহাওয়া, সাংস্কৃতিক-ধর্মীয়-জাতীয় কোনো উৎসব বা গুরুত্বপূর্ণ দিনে উচ্ছেদের কাজ চালানো যাবে না।

নিচে বিস্থাপন ও উচ্ছেদ সংক্রান্ত কয়েকটি কনভেনশন, সুরক্ষাকবচ ও নীতিমালা দেয়া হলো:

- United nations Guiding principles on Internal displacement
- United nations Basic principles and Guidelines on development-Based evictions and displacement (Basic principles)

- United nations declaration on the rights of Indigenous peoples
- UN Fact sheet 21 the right to adequate Housing
- UN Fact sheet 25 Forced evictions
- UN Fact sheet 34 the right to adequate Food
- UN Fact sheet 35 the right to Water
- UN Basic Principles and Guidelines on Development-based Evictions and Displacement
- UN Guiding Principles on Internal Displacement
- IDMC Guidance on Profiling Internally Displaced Persons
- Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons- Global Protection Cluster Working Group

শেষকথা

বিস্থাপন প্রক্রিয়াটিকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গভীরভাবে বোঝা ও মূল্যায়ন করা জরুরি। দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে মানুষের উপরে বিস্থাপনের ঘটনা ও তার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করা ছাড়া বিস্থাপনজণিত সহিংসতা থেকে মুক্তির উপায় নাই।

বাংলাদেশের মত সমাজ ও রাষ্ট্র যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, পাশ্ববর্তী রাষ্ট্রে সহিংসতা ইত্যাদি কারণে নিয়মিতভাবে বিস্থাপনের ঘটনা ঘটছে; সেখানে সমাজে বিস্থাপন নিয়ে পর্যাপ্ত আলাপ-আলোচনা-সংলাপ শুরু করা অত্যন্ত জরুরি। বিস্থাপন সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ প্রবৃদ্ধিভিত্তিক উন্নয়ন মডেলকে নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে এবং মানুষের জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতি, প্রতিবেশ ইত্যাদি সুরক্ষা দিতে সক্ষম এমন বিকল্প অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার কথাও ভাবতে হবে।

সংঘাতজণিত বিস্থাপন মোকাবেলায় সমাজের অভ্যন্তরে সৃষ্ট অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, জাতিগত, লৈঙ্গিক বৈষম্য দূর করে সমতা ও ন্যায়বিচার-ভিত্তিক সমাজ গঠনের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। যেকোনো ধরনের উন্নয়ন বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তার কেন্দ্রে অবশ্যই প্রাণ-প্রকৃতি ও মানবিক মর্যাদাকে রাখতে হবে এবং মানুষের অধিকার সুরক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ

http://www.internal-displacement.org/internal-displacement/history-of-internal-displacement

International Consortium of Investigative Journalists, The Huffington Post